এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি সপ্তর্ষি
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি খেলার জগৎ
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি অর্ধেক আকাশ

৩ কলকাতা হাইকোর্টে একসঙ্গে ৮ নতুন বিচারপতি, আগামী মঙ্গলে শপথ
গ্রেপ্তারির ৩৫ দিনের মাথায় দেবরাজের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল পুলিশ ৩

কলকাতা ৭ অগস্ট ২০২৬ ২১ শ্রাবণ ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.08.2026, Vol.20, Issue No. 58, 8 Pages, Price 3.00

দু'দিনের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট হস্তান্তরের সুপ্রিম-নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা অর্থাৎ ডিএ সংক্রান্ত মামলায় বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত গঠিত মনিটরিং কমিটির রিপোর্ট আগামী দু'দিনের মধ্যে ডিজিটাল মাধ্যমে মামলার সাথে যুক্ত সমস্ত পক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ প্রদান করে। আগামী ১৮ অগস্ট দুপুর ২টোয় এই সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন রাজ্যের অবস্থান, বকেয়া ডিএ মেটানোর অগ্রগতি এবং সামগ্রিক সমস্যা বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে আদালত।

বকেয়া ডিএ

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের ডিএ মামলার মূল রায়ে শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়েছিল, কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র পুরো অংশই মেটাতে হবে রাজ্য সরকারকে। তার মধ্যে ২৫ শতাংশ বকেয়া তৎক্ষণাৎ মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর বাকি ৭৫ শতাংশ টাকা কীভাবে ধাপে ধাপে মেটানো সম্ভব, যাতে রাজ্য সরকারের কোষাগারের ওপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, তা খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ মনিটরিং কমিটি গঠন করেছিল আদালত। ওই কমিটি নিজেদের রিপোর্ট ও বক্তব্য ইতিমধ্যে আদালতকে জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্টে বকেয়া ডিএ কত শতাংশ মেটানো হয়েছে, কত টাকা বাকি রয়েছে এবং রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী; সব তথ্যই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে।

বৃহস্পতিবারের শুনানিপর্বে আবেদনকারী কর্মচারীদের তরফে বিশিষ্ট আইনজীবী করুণা নন্দী ও মানেকা গুরুস্বামী সওয়ালে অংশ নেন। আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী আদালতকে জানান, বাস্তবে বহু কর্মচারী এখনও এক টাকাও হাতে পাননি। অন্যদিকে আইনজীবী করুণা নন্দী অভিযোগ তোলেন, সরকার নতুন করে হিসাব কষতে গিয়ে নতুন কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স প্রয়োগ করছে। বিচারপতি কারোল আইনজীবী নন্দীকে প্রশ্ন করেন, তাঁদের কাছে কমিটির রিপোর্ট পৌঁছেছে কি না। না থাকায় তিনি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রিকে অবিলম্বে সব পক্ষকে রিপোর্টের কপি দিতে নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সরকার আদালতের নির্দেশ মেনেই

১৭ অগস্ট থেকেই 'অন্নপূর্ণা'র টাকা, নবান্নে ঘোষণা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বহুল প্রতীক্ষিত 'অন্নপূর্ণা' প্রকল্পে আগামী ১৭ অগস্ট থেকেই উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হবে। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, যাচাই সম্পূর্ণ হওয়া যোগ্য মহিলাদের অ্যাকাউন্টে প্রথম দফায় ৩ হাজার টাকা করে সরাসরি পাঠানো হবে। এর পর থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই নিয়মিত অর্থ পৌঁছে যাবে উপভোক্তাদের কাছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, জুন মাস থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত অনলাইন এবং অফলাইনে আবেদন নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। অফলাইনে জমা পড়া আবেদনগুলি পোর্টালে আপলোড এবং সমস্ত আবেদন যাচাইয়ের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিনি

বলেন, ১০ অগস্ট পর্যন্ত জমা পড়া আবেদনগুলির যাচাই ১৭ অগস্টের আগেই সম্পূর্ণ করা হবে। তবে ১১ থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে জমা পড়া আবেদনগুলির ক্ষেত্রে যাচাইয়ে কিছুটা বেশি সময় লাগবে। তাঁর কথায়, '১৭ অগস্ট থেকে ভেরিফায়েড মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে পাঠানো হবে। সব কিছু সরকারি নিয়ম এবং নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতেই হবে।'

উপভোক্তা নির্বাচনের বিস্তারিত মানদণ্ড নিয়ে ১০ অগস্ট দুপুর ২টায় পৃথক সাংবাদিক বৈঠক করবেন তিনি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মালতী রাভা রায়। সেখানে অর্থসচিবও উপস্থিত থাকবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেই সরকার এগোচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'যে কোনও সামাজিক প্রকল্প চালু করতে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রয়োজন। সেই নিয়ম মেনেই টাকা দেওয়া হবে।' তিনি জানান, ২১ থেকে ৬০ বছর বয়সী যোগ্য মহিলারাই এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাবেন।

আজ মোদীর সঙ্গে বৈঠক এনসিপিআই সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: দিল্লির রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে এনসিপিআই সাংসদদের ঘিরে। আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারি বাসভবনে তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে। সূত্রের খবর, লোক কল্যাণ মার্গে প্রাতঃরাশের বৈঠকে এনডিএ-র কয়েকজন সাংসদও উপস্থিত থাকবেন। সংসদের চলতি অধিবেশন এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সমন্বয় নিয়েই মূলত আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে বৈঠকে এনসিপিআই-এর সব সাংসদ যোগ দেবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গেলেও, আবু তাহের ও খলিলুর রহমানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কারণ, তাঁরা এর আগে এনডিএ-র বৈঠকে যোগ দেননি।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ইউসুফ পাঠান, আবু তাহের ও খলিলুর রহমান সাক্ষাৎ করেন। বৈঠক প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, নিজ নিজ লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক বিষয় এবং স্থানীয় সমস্যার সমাধান নিয়েই আলোচনা হয়েছে। যদিও এই সাক্ষাতের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েও নানা মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি তৃণমূল থেকে পৃথক হওয়ার পর ২০ জন সাংসদ নিয়ে গঠিত এনসিপিআই ইতিমধ্যেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে নিজেদের স্বীকৃতির আবেদন জানিয়েছে। পাশাপাশি, এনডিএ-র শরিক হিসেবে লোকসভায় আসন বরাদ্দের দাবিও তুলেছে দলটি। সংসদে বাদল অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর ডাকে সর্বদল বৈঠকেও অংশ নিয়েছিলেন এনসিপিআই প্রতিনিধিরা।

এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি, এনসিপিআই স্বাধীন শরিক হিসেবেই এনডিএ-তে থাকবে, নাকি ভবিষ্যতে বিজেপির সঙ্গে মিশে যাওয়ার পথে এগোবে। সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আজকের বৈঠককে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। সংসদের অঙ্ক থেকে আগামী দিনের জোট-রাজনীতি, দুই ক্ষেত্রেই এই বৈঠকের প্রভাব পড়তে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা।

চা ও বস্ত্র শিল্পে জোর

চলতি মাসেই রাজ্যে নির্মলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে বস্ত্র শিল্পকে অন্যতম অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বৃহস্পতিবার জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন কলকাতার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে একটি বস্ত্র শিল্প প্রদর্শনী ও ব্যবসায়ী সম্মেলনে তিনি বলেন, রাজ্যে এখন শিল্পের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তাই নতুন করে বিনিয়োগের জন্য শিল্পপতিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত ৫০ বছরে রাজ্য যে অবস্থায় পৌঁছেছিল, সেখান থেকে বাংলাকে বের করে আনতে আপনাদের এই উদ্যোগ প্রশংসার যোগ্য।' তাঁর দাবি, গত কয়েক মাসে শিল্পের পথে থাকা একাধিক বাধা দূর করা হয়েছে এবং কেন্দ্রও রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে সহযোগিতা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের চা ও বস্ত্র শিল্পকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্র নতুন করে উদ্যোগী হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, চলতি অগস্টের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসবেন। কলকাতায় একটি শিল্প সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি দিল্লিতে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের আর্থিক বিষয়ের পাশাপাশি চা ও বস্ত্র শিল্প নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'বাংলার চা-শিল্প এবং টেক্সটাইল, এই দু'টি ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্র সহযোগিতা করতে চায়।' তাঁর দাবি, ওই বৈঠকে নির্মলা সীতারমণ এই দুই শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। রাজ্যে চা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন ২৫টি চা-বাগান বন্ধ রয়েছে। সেগুলি আবার চালু করার বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। একই সঙ্গে চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান।

ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত তেজপালের কারাদণ্ড

মুম্বই, ৬ অগস্ট: ২০১৩ সালে সহকর্মীকে ধর্ষণের মামলায় তহেলকা প্রতিষ্ঠাতা তরুণ তেজপালকে দোষী সাব্যস্ত করল বম্বে হাইকোর্ট। তাঁকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল আদালত। আত্মসমর্পণ করার জন্য তাঁকে দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গোয়ার নিম্ন আদালত ২০২১ সালে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু গোয়া সরকার সেই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করে। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি ছিল বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি নীলা গোখেল এবং অমিত জামসান্দেকরের ডিভিশন বেঞ্চে। এদিন সাজা ঘোষণা হল। বম্বে হাইকোর্ট তরুণকে দোষী সাব্যস্ত করায় তিনি জানিয়েছেন, আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন।

তরুণের বক্তব্য ছিল, গোয়ার বিজেপি সরকারের সমালোচনা করার প্রতিশোধ হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা এনেছে রাজ্য সরকার। হোটেলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ তরুণীর অভিযোগের সঙ্গে মিলে গিয়েছে বলে দাবি করেছিল গোয়া পুলিশ। ২০১৩-র ৩০ নভেম্বর তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছ'মাস গোয়ার ভাসকো-র একটি জেলে বন্দি ছিলেন তিনি।

ভোটার তালিকা বিতর্কে আজ মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ ঋত তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের আবহে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত মিলল। ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার অভিযোগ তুলে সেই জটিলতা দূর করার দাবিতে আজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'নব তৃণমূল'-এর বিধায়করা।

এদিকে বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, ভোটার তালিকার সংশোধন প্রক্রিয়ায় বহু সাধারণ মানুষ সমস্যার মুখে পড়েছেন। সেই কারণেই প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে বিষয়টি তুলে ধরতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নব তৃণমূলের নেতা আখরুজ্জামান জানিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম দাবি হবে প্রতিটি জেলায় ভোটার তালিকা-সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা। তাঁর বক্তব্য, 'এখন শুধু জোকায় একটি ট্রাইব্যুনাল থাকায় উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে শুনানিতে আসতে হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় ট্রাইব্যুনাল গড়ে এই হয়রানি বন্ধ করা প্রয়োজন।'

একই দাবিতে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে প্রতিটি জেলায় ট্রাইব্যুনাল গঠনের আবেদন জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

যদিও আজকের বৈঠকের আগেই নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা উসকে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'শুধু ১২ জন বিধায়ক নন, আরও অনেকেই যোগাযোগ রাখছেন।' সেই প্রসঙ্গেই তিনি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে কুণাল ঘোষের নামও উল্লেখ করেন, যা রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছে। ঋতব্রতের এই মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'ঋতব্রত অকৃতজ্ঞ। ওঁর সঙ্গে রয়েছেন বলে যাঁদের দাবি করা হচ্ছে, তাঁদের অনেকেই আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরে ফেরার জন্য যোগাযোগ করছেন।' তাঁর দাবি, বিদ্রোহী শিবিরের শক্তি নিয়ে যে প্রচার করা হচ্ছে, বাস্তবে পরিস্থিতি তেমন নয়।

প্রসঙ্গত, কয়েক দিন আগেই দিল্লিতে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে বৈঠক করে। সেই বৈঠকের পর থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে।

যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি ও দলীয় প্রতীককে ঘিরে যে লড়াই তৈরি হতে পারে, তা রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে বিদ্রোহী শিবির নিজেদের সাংগঠনিক অবস্থান আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

প্রতিবাদ করলেই রাষ্ট্রদ্রোহী নয়: ভাগবত

মুম্বই, ৬ অগস্ট: সাম্প্রতিক নিট প্রশ্নফাঁস বিরোধী আন্দোলনপর্বে তরুণ প্রজন্মের উপর আক্রমণের অভিযোগের সত্যতা মেনে নিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে শিক্ষার্থী এবং তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় কর্মসূচিতে তিনি বলেন, 'সম্প্রতি যা ঘটেছে, সে প্রসঙ্গে বলতে গেলে তাদের (তরুণ প্রজন্ম) উদ্বেগ এবং অভিযোগ ন্যায্য। তারা যে প্রশ্ন তুলেছে, তার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।'

বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের 'ইন্ডিয়াজ ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট টু ইউনাইট নেশন্স'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে দেশের ১০০টি শহর থেকে আসা ১৫-১৯ বছর বয়সি প্রায় ২, ০০০ স্কুল-কলেজের পড়ুয়াকে নিয়ে মুখোমুখি আলোচনায় এ সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলা হলে তিনি বলেন, 'তরুণ প্রজন্ম যদি প্রতিবাদ করে, তা হলেই তারা দেশদ্রোহী হয়ে যায় না। তারা আমাদেরই। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম।' এর পরেই তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'আমি মনে করি আজকের প্রজন্ম আমাদের প্রজন্মের চেয়ে বেশি সৎ। দেশভক্তি এবং দেশসেবার সৎ মনোভাব রয়েছে তাদের। শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো এমন হওয়া উচিত, যাতে কেউ বঞ্চিত না হন। শিক্ষার পরবর্তী প্রজন্মের অগ্রগতির জন্য। দেশের ভিত মজবুত করতে শিক্ষা জরুরি। সমাজের সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতি প্রয়োজন। সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিতে জেন জি-র অবদান অপরিসীম। জেন জি-র ক্ষোভ যুক্তি সঙ্গত। ওদের সঙ্গে বিবাদ নয়, আলোচনা দরকার। উপেক্ষা না করে কথা বলতে হবে। উদ্বেগের কারণ আছে বলেই হয়তো আন্দোলন।'

একইসঙ্গে এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষেও সওয়াল করেন সংঘ প্রধান। তাঁর বক্তব্য, সমাজ থেকে ওঁরা বিচ্যুত নয়, বরং তাঁরা সমাজেরই অঙ্গ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে সওয়াল করে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের স্পষ্ট বার্তা, 'এলজিবিটিকিউ সমাজেরই একটা অংশ। সমকামীদের একসঙ্গে থাকার জন্য আইন হোক।'

হরমুজ থেকে ভারতীয় নাবিকদের ফেরানোর পদক্ষেপের তথ্য প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার মাঝেও ভারতমুখী ৬০টি পণ্যবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালী পার করেছে। উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৩,৯৭২ জন ভারতীয় নাবিককে। পাঁচ মাস ধরে চলা আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে কী ভাবে এই সাফল্য এসেছে, তা এ বার প্রকাশ্যে আনল কেন্দ্র।

অস্থির পরিস্থিতিতে হরমুজে ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় মৃত্যুও হয় এক ভারতীয় নাবিকের। আহত হয়েছিলেন বহু নাবিক। তার নিন্দা জানিয়েছিল নয়াদিল্লি। তার পর দিল্লিতে ইরানি রাষ্ট্রদূতকেও ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তেহরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সুসম্পর্ক রয়েছে নয়াদিল্লির। তারপরেও কেন ভারতীয় নাবিকবাহী জাহাজে এমন হামলা হল, তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল ভারত সরকার।

এ বার কেন্দ্র জানাল, হরমুজ থেকে ভারতীয় নাবিকদের ফিরিয়ে আনতে কী কী পদক্ষেপ করেছে তারা। জাহাজ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা একটি কন্ট্রোল রুম চালু করেছিল ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। চালু হওয়ার পর থেকেই কন্ট্রোল রুমে অবিরাম ফোন ও ইমেল এসেছে। নাবিক এবং তাঁদের পরিবারের লোকেদের কাছ থেকে ১৫, ৭৭১টি ফোন এবং ৩৬,৪৯৯টি ইমেল পেয়েছে কন্ট্রোল রুম।

একই সঙ্গে ভারতীয় নাবিক এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ রেখে গিয়েছে কেন্দ্র। ওয়েলফেয়ার কাউন্সেলর তথা মনোবিদদেরও প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, নাবিক ও তাঁদের পরিবারদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন অভিজ্ঞ মনোবিদেরা। একই সঙ্গে ডিজি কমিউনিকেশন সেন্টার (এমএমডিএসি)-ও সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিল নাবিকদের সাহায্যের জন্য।

'বাংলার বাড়ি' এখন থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের নাম বদলে হল 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস'। একই সঙ্গে ১০ লক্ষ ২০ হাজার ৩৭৯ জন উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে বাড়ি নির্মাণের দ্বিতীয় তথা শেষ কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে পাঠানোর কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, মোট ৬ হাজার কোটিরও বেশি টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই সরকারের লক্ষ্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বহু উপভোক্তা অনিশ্চয়তায় ছিলেন। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর দ্বিতীয় কিস্তি আদৌ মিলবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। এ দিন দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বিতরণের মাধ্যমে সেই অনিশ্চয়তার অবসান হল বলেই দাবি করেন তিনি।

সরকারি আবাসন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগও এ দিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকা যাচাই করে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার বেআইনি সুবিধাভোগীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ৫৭ হাজার এমন ব্যক্তির সন্ধান মিলেছে, যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকেই বাদ পড়েছে। তাঁদের প্রকৃত উপভোক্তা হিসেবে গণ্য করা যাবে না বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। প্রকৃত উপভোক্তার হাতেই সরকারি অর্থ পৌঁছবে, কোনও বেআইনি সুবিধাভোগী বা অনুপ্রবেশকারীকে সরকারি টাকা দেওয়া হবে না বলে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই প্রকল্পের তদন্ত ও উপভোক্তা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে কৃতিত্ব দেন তিনি। পাশাপাশি মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, অর্থ দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও ধন্যবাদ জানান। এ দিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের নতুন নাম হবে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস'। তাঁর বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গ' নামের সঙ্গে রাজ্যের ইতিহাস ও দেশভাগের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তাই প্রকল্পের নামেও সেই ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

উপভোক্তাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমান বাজারদরে বাড়ি সম্পূর্ণ করতে অতিরিক্ত কিছু অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। বাড়ি সম্পূর্ণ হলে স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে শৌচাগার নির্মাণের জন্য ১২ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলেও জানান। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পে যুক্ত হয়ে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় ভর্তুকি এবং তপসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারগুলির জন্য রাজ্যের অতিরিক্ত ১৫ হাজার টাকার সহায়তার কথাও উল্লেখ করেন।

আবাস প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই এক লক্ষ নতুন বাড়ির অনুমোদন মিলেছে। তবে প্রয়োজন হলে ২০ লক্ষ, ৩০ লক্ষ বা তারও বেশি বাড়ির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ পাওয়া যাবে বলে দাবি করেন তিনি। আবাস প্রকল্পে সমীক্ষার সময়সীমাও ১৫ অগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। যাঁদের নাম এখনও তালিকাভুক্ত হয়নি, তাঁদের প্রকৃত যোগ্যতা যাচাই করে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, দুর্গাপুজোর পরেই আরও কয়েক লক্ষ উপভোক্তার হাতে প্রথম কিস্তির টাকা তুলে দেওয়ার কর্মসূচি শুরু হবে। দল, ধর্ম বা সম্প্রদায় নয়, শুধুমাত্র সরকারি নির্দেশিকা এবং প্রকৃত যোগ্যতার ভিত্তিতেই উপভোক্তা নির্বাচন করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

বক্তব্যের শেষে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক পরিবারকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, গ্রামীণ আবাসন, পানীয় জল, শৌচাগার, সৌরবিদ্যুৎ ও খাদ্য নিরাপত্তার মতো বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বিত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলকে উন্নয়নের নতুন স্তরে পৌঁছে দেওয়া হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Mabud Hossain, পিতা- Abdul Sattar গত ২৯/০৭/২০২৬ বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমি Mabud Hossain এবং Madud Hossain এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Abdul Washi, পিতা- Abdul Wahab গত ০৩/০৮/২০২৬ বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমার পিতা- Abdul Wahab এবং Abdul Ohab Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

আমি Anowar Mondal, পিতা- Amanul Hoque গত ০৬/০৮/২০২৬ বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমার পিতা- Amanul Hoque এবং Amanul Hoque Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **অর্জুন সিং**, পিতা জগন্নাথ সিং, সাং- মকরামপুর, ডাকঘর- কুষ্টিয়া, থানা- সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"অর্জুন সিং, পিতা- জগন্নাথ সিং"** এবং **"আলম মণ্ডল, পিতা-জয়নাল মণ্ডল"** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। এই মর্মে আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাননীয় ১ম শ্রেণির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ০৬.০৮. ২০২৬ তারিখে শপথপত্র (Affidavit) দাখিল ও শপথ গ্রহণ করেছি। অতএব, উভয় নাম সকল আইনগত ও সরকারি কাজে একই ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে।

CHANGE OF NAME

I **AJOY GHOSH** S/o, Late- Shib Narayan Ghosh Residing at 334/5, S.S. Bose Sarani, Govindanagar Baidyabati, Hooghly, Pin-712222 Shall henceforth as declared before be knows as AJAY GHOSH the First Class Judicial magistrate, Serampore Court, Dist. Hooghly, W. Bengal vide affidavit no.13988 dt. 30/06/26 AJOY GHOSH and AJAY GHOSH both are same and identical Person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Mitun Dulay S/o. Pradip Das as well as Mitun Dulay S/o. Pradip Dulay, R/o. Alipur, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., is same and one Identical person vide an affidavit no. 17576, dtd. 20.07.2026 sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court.

গত 27/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 16533 নং এফিডেভিড বলে আমি, Firdousi Khatun W/o. Sk Saiyad Mirja, D/o. Sk Ajijul Haque, সাকিম পশ্চিম রামনাথপুর, কুমিরমোড়া, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০৪, হাল ছাতিমুড়া, জগন্নাথবাটী, কৃষ্ণরামপুর, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. 1751, dated 31.08.1997) আমার সঠিক নাম Firdousi Khatun-এর পরিবর্তে Firdoushi Khatoon লিপিবদ্ধ আছে। আমি Firdousi Khatun ও Firdoushi Khatoon সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12581 নং এফিডেভিট বলে Mohammad Jabid Khan S/o. Md. Jakir Khan ও Md. Jawed Khan S/o. Md Zakir Khan, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 18038 নং এফিডেভিড বলে আমি Utpal Kumar Das S/o. Nirmal Kumar Das ও Utpal Das S/o. N. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 04/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13523 নং এফিডেভিট বলে Sekh Asgar Ali S/o. Ahid Boks ও Sk Asgar Ali S/o. Sk O. Box, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 04/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13526 নং এফিডেভিট বলে Tarun Bag S/o. Balai Chandra Bag ও Tarun Kr Bag S/o. Lt. B. C. Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আইনি বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

AFFIDAVIT

I, **Nemai Pan** S/O Hela Pan residing at Vill- Peardanga, P.O.- Korasia, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721201 do hereby declare vide affidavit no. 99 dated 20.07.2026 in the Court of Ld. A.C.J.M. (1st Class), at Ghatal that my name has been recorded as Nemai Pan S/O Hela Pan in my Voter Card and Nimai Pan S/O Hela Pan in my Aadhaar Card and my name has been recorded in my UCO Bank Account at Palashchabrighat Branch bearing Account no. 12753210600250 as Nimai Bada Pan.Nemai Pan S/O Hela Pan, Nimai Pan S/O Hela Pan and Nimai Bada Pan i.e. myself am the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী গৌতম গৌতম চক্রবর্ত্তী, পিতা- ঁগৌরাঙ্গ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, ঠিকানা- ১৮১, আখউড়া রোড, আগরতলা, পোঃ রামনগর, থানা-পশ্চিম আগরতলা, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০২ এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমি District Sub-Register, West Tripura, Agartala হইতে তাং ১৮.০৪.২৬ আমমোক্তার দ্বারা ৮ ছটাক সম্পত্তি দান সূত্রে প্রাপ্ত হই। যাহার মৌজা-কোন্নগর, জেলা-হুগলী, জে.এল. নং. -১০৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ২০৮৫০, ২০৮৫২, এল.আর. দাগ নং-৩৮৪১। আমমোক্তার দাতা অমিতা চক্রবর্ত্তী, স্বামী শ্রী নপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঠিকানা-সূর্য্য সেন রোড, ইন্দ্রনগর, থানা- এন.সি.সি., জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা। আমি উক্ত সম্পত্তির মিউটেশান (পরচা) করাইব। উক্ত আমমোক্তার সম্বন্ধে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ২১ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর (জেলা-হুগলী, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ) বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিঞ্জপ্তি

আমার মক্কেলের আদেশ অনুসারে সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল সাথী ঘোষ, স্বামী- অরুন ঘোষ, সাং-মাঠপাড়া, সাটিগাছা, পোষ্ট-আনুলিয়া, থানা-রাণাঘাট, জেলা-নদীয়া, ইং ১৩/০২/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১২২৮ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে, নমিতা বিশ্বাস, স্বামী- মৃত মনোরঞ্জন বিশ্বাস ও সুমন বিশ্বাস, পিতা-মৃত মনোরঞ্জন বিশ্বাস, উভয়ের সাং-শ্রীনাথপুর রোড, কোর্টপাড়া, পোষ্ট ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, ইং ৩০/০৩/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩১১৬ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে, প্রদীপ কুমার পাল ওরফে প্রদীপ পাল, শঙ্কর পাল, ছায়ারানী পাল ওরফে ছায়া পাল, সকলের পিতা- মৃত তিনকড়ি পাল, বেলা পাল, স্বামী- মৃত আসীম কুমার পাল স্মৃতীকনা পাল ও দন্দনা কুন্ডু, উভয়ের পিতা- মৃত অসিম কুমার পাল এর পক্ষে ইং ৩০/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস, আর রানাঘাট-১ অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার গ্রীনআর্ত কনস্ট্রাষন পক্ষে অশোক পাল, পিতা- মৃত দেবীপ্রসাদ পাল দিং এর নিকট হইতে ১৫৫ নং রানাঘাট মৌজায় রানাঘাট পৌরসভায় ১১ নং ওয়ার্ডের ১৭৫ নং জগপুর রোড হোল্ডিং ভূক্ত সি.এস ৪৩২৩, আর.এস ৪৩২৩/৬৮০২, এল.আর ৮৬৯২ নং দাগের সি.এস ২২৩৭, আর.এস ৩৯৭২, এলা.আর ৪৪৫৮৬, ৪৪৫৮৭, ৪৪৫৮৮, ৪৪৫৮৯, ৪৪৫৯০, ৪৪৫৯১ নং খতিয়ান ভূক্ত ৮.০২ শতক ভূমির উপরিস্থিত পাঁচতল ফ্ল্যাট বাড়ির মধ্যে দ্বিতীয় তলের সাথী ঘোষ ৬০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, ৬৮১ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া ও ৮৫১ বর্গফুট সুপারবিল্ট এরিয়া মায় অবিভক্ত ২০৩ বর্গফুট হারাহারি জমি, প্রথম তলে নমিতা বিশ্বাস ও সুমন বিশ্বাস যৌথভাবে ১৪৪ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, ১৬৭ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া ১৮৪ বর্গফুট সুপারবিল্ট এরিয়া মায় অবিভক্ত ৫০ বর্গফুট হারাহারি জমি ক্রয় করিয়া উহাতে ভোগ দখল কায়েম থাকাবস্থায় উক্ত সম্পত্তি নিজের নামে রেকর্ড করিবার জন্য বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও রানাঘাট-১ অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারও কোন আইনানুগ ওজর আপত্তি থাকিলে বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও রানাঘাট-১ নং অফিসে উপযুক্ত নথি সহ আপত্তি দাখীল করুন অন্যথায় একতরফা আদেশ প্রচার করা হইবে।

Aniruddha Biswas
Advocate

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৭ ই আগস্ট, ২১ শে শ্রাবণ। শুক্র বার। নবমী তিথি, জন্মে মিথুন বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী র দশা, বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ, অপরাহ্ণ ৪৫৩ গতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা- পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

১২ অগাস্ট বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন

কলকাতা ও হাওড়া পুর এলাকায় ওয়ার্ড বাড়ানোর বিল আনছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভা এবং হাওড়া পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়াতে আগামী ১২ অগস্ট এক দিনের বিশেষ বিধানসভা অধিবেশন ডাকছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১২ অগস্টের বিশেষ অধিবেশনে হাওড়া পুরনিগম (সংশোধনী) বিল এবং কলকাতা পুরসভা (সংশোধনী) বিল পেশ করা হবে। প্রস্তাব অনুযায়ী, হাওড়া পুরনিগমে ওয়ার্ড সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে ৬৮ হবে। কলকাতা পুরসভার ক্ষেত্রেও ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করার প্রস্তাব আনা হচ্ছে। এই কারণেই এক দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার পাশাপাশি প্রসূতি মায়েদের জন্য রাজ্যের অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের নতুন নাম ‘পশ্চিমবঙ্গ আবাস’ করার সিদ্ধান্তও অনুমোদন পেয়েছে।

শিল্পায়নের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পের জন্য জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। ১৯ অগস্ট আরও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে বড় সংখ্যায় শিল্পের জমি হস্তান্তর করা হবে। এ জন্য পৃথক একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি।

নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারী এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের অধীনে আবেদনকারীদের কোনও সরকারি সামাজিক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করা হবে না। তাঁর দাবি, ২৭ লক্ষ ‘অ্যাডজুডিকেটেড’ ব্যক্তির মধ্যে সাত লক্ষ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন। এছাড়া সিএএ-র অধীনে ২ লক্ষ ৩০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ২৩ হাজার জন শংসাপত্র পেয়েছেন এবং ২ লক্ষ ৭ হাজার আবেদন এখনও বিবেচনাধীন। এই দুই শ্রেণির আবেদনকারীদের রেশন, আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা, বিকশিত ভারত বা মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমার মতো সরকারি প্রকল্পের সুবিধা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

তবে যাঁরা নিজেদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে দাবি জানিয়ে আবেদনই করেননি, তাঁদের সরকারি সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, আপনি যদি নিজেকে ভারতীয় হিসেবে দাবি না করেন, তা হলে সরকারের করের টাকা আপনাকে কী করে দেওয়া হবে? পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের জল্পনা নিয়েও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি এবং সরকারও এ নিয়ে আগ্রহী নয়। তাঁর বক্তব্য, ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামের সঙ্গে রাজ্যের ইতিহাস ও দেশভাগের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সেই নাম বদলানো মানে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মুছে ফেলা।

অসম থেকে সিবিআইয়ের জালে কাঁকুড়গাছির ভোট-পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর কলকাতার কাঁকুড়গাছি এলাকায় ঘটা রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় দীর্ঘ দিন ধরে ফেরার থাকা এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ধৃত ব্যক্তির নাম অরূপ দাস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অসম থেকে দিল্লিগামী একটি চলন্ত ট্রেন থেকে তাঁকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা। এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে নিজের পরিচয় গোপন করে ট্রেনে কোচ অ্যাটেন্ড্যান্টের কাজ করছিলেন অভিযুক্ত। তাঁর সন্ধানের জন্য ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সিবিআই। ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

২০২১ সালের মে মাসে রাজ্য বিধানসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরেই কাঁকুড়গাছিতে খুন হন অভিজিৎ সরকার নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, ফলাফল প্রকাশের দিন অর্থাৎ রবিবারই দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়ে গলায় তার পেঁচিয়ে এবং বেধড়ক মারধর করে অভিজিৎবাবুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে তীব্র রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল গোটা রাজ্যে।

শুরুতে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয়। পরবর্তীতে হাই কোর্টের নির্দেশে সম্পূর্ণ তদন্তের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় সিবিআইয়ের হাতে। তদন্তে নেমে প্রথম দিকে স্থানীয় পুলিশ ১৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে প্রাথমিক চার্জশিট জমা দিয়েছিল। এরপর সেপ্টেম্বর ২০২১-এ সিবিআই তাদের প্রথম অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করে, যেখানে মোট ২০ জন অভিযুক্তের নাম ছিল। যার মধ্যে আগের ১৫ জনের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পরবর্তীকালে, গত বছর জুলাই মাসে সিবিআই আদালতে এই মামলার দ্বিতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করে, যেখানে ১৮ জনের নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই চার্জশিটেই অন্যতম অধরা অভিযুক্ত হিসেবে অরূপ দাসের নাম উঠে আসে। সিবিআই সূত্রের খবর, গ্রেপ্তারি এড়াতে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছিলেন অরূপ। শেষ পর্যন্ত ছদ্মবেশে চলন্ত ট্রেনে কাজ করার সময় সিবিআইয়ের জালের ঘেরাটোপে ধরা পড়লেন এই অভিযুক্ত। ধৃতকে শহরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে এই মামলার আরও কিছু নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে অযোগ্যদের কাছ থেকে টাকা ফেরত নেওয়া শুরু: পঞ্চায়েতমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে বেআইনিভাবে সরকারি অর্থ নেওয়া উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ শুরু হয়েছে বলে জানালেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, অযোগ্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এদিন মন্ত্রী বলেন, বেআইনিভাবে টাকা নিয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। আরও তদন্ত চলছে। প্রায় সাড়ে ১২ হাজার অযোগ্য উপভোক্তার তালিকা পাওয়া গেছে। তাঁদের কাছ থেকে টাকা ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজার জনের কাছ থেকে টাকা রিকভারি শুরু হয়েছে। বাকিদেরও নোটিস দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিলীপ ঘোষের দাবি, আগের সরকারের আমলে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে প্রায় ৩০ লক্ষ উপভোক্তার তালিকা তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে ১২ লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণ বরাদ্দ পেয়েছেন এবং প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বাড়ির নির্মাণ শেষ হয়েছে। বাকি ১৮ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে যাঁরা ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম কিস্তি হিসেবে ৬০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের বাড়ির কাজ দ্বিতীয় কিস্তির অভাবে আটকে রয়েছে।

তিনি জানান, তাদের নিয়ে বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম্পূর্ণ বাড়িগুলির জন্য বকেয়া অর্থ দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার ১০ লক্ষ ২০ হাজার উপভোক্তা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাবেন। বাকি প্রায় ৮ লক্ষ বাড়ির রিপোর্ট পর্যালোচনা শেষ হলেই তাঁদেরও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দেওয়া হবে, বলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী।

এছাড়াও মন্ত্রী দাবি করেন, এসআইআর-এ বাদ পড়া ৯১ লক্ষ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৫৭ হাজার ব্যক্তি আবাস প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। যাঁদের নাম ওই তালিকায় রয়েছে, তাঁরা এই প্রকল্পের জন্য অযোগ্য। সেই ৫৭ হাজার নামও উপভোক্তার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে, বলে জানান তিনি।

দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ স্পষ্ট, যাঁরা প্রকৃত উপভোক্তা এবং প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পরও বাকি অর্থের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের কোনওভাবেই বঞ্চিত করা হবে না। সরকার তাঁদের প্রাপ্য অর্থ দেবে।

অবৈধ নির্মাণে কড়া বার্তা, প্রোমোটার ও অনুমোদনকারী আধিকারিকদের প্রকাশ্যে জবাবদিহির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবৈধ বহুতল নির্মাণের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় চিহ্নিত অনিয়মের ঘটনায় এবার শুধু প্রোমোটর নন, নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া সরকারি আধিকারিকদেরও প্রকাশ্যে জবাবদিহি করতে হবে বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতেই সংশ্লিষ্টদের সামনে এনে প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করা হবে।

বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে ক্রেডাই প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, বন্ধ থাকা নির্মাণ প্রকল্পগুলির অডিট সম্পন্ন হয়েছে। তার ভিত্তিতে ১৯৩টি প্রকল্পে পুনরায় কাজের অনুমতি দেওয়া হলেও, ২৭টি নির্মাণে গুরুতর নিয়মভঙ্গ ধরা পড়েছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের কাছে নোটিস পাঠানো হয়েছে।

এই ক্ষেত্রে মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অভিযুক্তদের ডেকে আনা হবে। সেখানে সংবাদমাধ্যমের সামনেই তাঁদের জবাব দিতে হবে। শুধু প্রোমোটর নন, যাঁরা নিয়ম ভেঙে অনুমোদন দিয়েছেন, সেই আধিকারিকদেরও একইভাবে উত্তর দিতে হবে। রাজ্য সরকারের আরও দাবি, অতীতে নির্মাণ সংক্রান্ত একাধিক অনিয়মের জেরে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে নতুন নজরদারি ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, বৈধ নির্মাণে কোনও বাধা দিতে চাই না। কিন্তু বেআইনি নির্মাণের জন্য আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে দেওয়া হবে না।

রাজ্যে সরকারি তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা, বরানগর-সহ একাধিক এলাকায় অনুমোদিত উচ্চতার তুলনায় অতিরিক্ত তলা নির্মাণের অভিযোগ মিলেছে। সেই কারণেই ২৭টি নির্মাণকে বিশেষ নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি বড় নির্মাণ প্রকল্পে বাধ্যতামূলকভাবে মাটির পরীক্ষা, কাঠামোগত নিরাপত্তা যাচাই এবং অনুমোদিত নকশার সঙ্গে মিলিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি নজরদারির জন্য একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স এবং পূর্ত দপ্তরের সচিব অন্তরা আচার্যের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মহলের মতে, শুধু অবৈধ নির্মাণ ভাঙাই নয়, অনুমোদন প্রক্রিয়ায় কারা দায়ী ছিলেন, সেই জবাবদিহির সংস্কৃতি চালু করাই সরকারের নতুন কৌশল। এর মাধ্যমে নির্মাণ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বাড়ানোর বার্তাই দিতে চাইছে রাজ্য সরকার।

নৈহাটিতে গৃহস্থের বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্যাটারসন রোডে এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। বৃহস্পতিবার বেলায় নৈহাটি থানার পুলিশ এবং নারকোটিক্স বিভাগ যৌথ অভিযান চালায় অমর চৌধুরীর বাড়িতে। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে আনুমানিক ৩৫ কেজি গাঁজা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের উদ্দেশ্য ছিল, পুলিশ তা খতিয়ে দেখ ছে। পাশাপাশি মাদক পাচার চক্রে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার নিয়ে নৈহাটির বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল জমানায় কারিগর পাড়া-সহ কিছু জায়গায় গাঁজা বিক্রি হত। বিধায়ক হওয়ার পর গাঁজা ও হেরোইন বিক্রি রুখতে তিনি

পুলিশকে নির্দেশ দেন। সুতরাং পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে বিপুল গাঁজা উদ্ধার করেছে। তবে গাঁজা ও হেরোইন উদ্ধারে পুলিশকে আরও সক্রিয় হতে হবে। অপরদিকে বুধবার রাতে নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ নব কামারগাঁতি কলোনিতে বিষ্ণু বৈরাগীর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখান থেকে প্রায় নয় কেজি গাঁজা পুলিশ উদ্ধার করেছে। গাঁজা পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ বিষ্ণু বৈরাগী এবং তাঁর পুত্র বিপ্রদাস বৈরাগী-সহ সুরজিৎ মান্না নামে এক যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

১০০ ফুটের তেরঙা হাতে পথে এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: স্বাধীনতা দিবসের আগে দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে ১০০ ফুট দীর্ঘ জাতীয় পতাকা হাতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া ওই শোভাযাত্রা সিটি সেন্টার পর্যন্ত পৌঁছয়। দেশাত্মবোধক গান, ‘ভারত মাতা কি জয়’ ও জাতীয়তাবাদী স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা পথ। হাতে বিশাল তিরঙ্গা নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা পদযাত্রায় সামিল হন। রাস্তার দু’ধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ শোভাযাত্রা উপভোগ করেন। অনেকেই মোবাইল ফোনে সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দিও করেন। স্বাধীনতা দিবসের আবহে এমন উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। এবিভিপির দাবি, নতুন প্রজন্মের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা, জাতীয় ঐক্য এবং দেশপ্রেমের মূল্যবোধ আরও দৃঢ়ভাবে পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্র সরকারের ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিকে সফল করতেই এই বিশেষ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। ১০০ ফুট দীর্ঘ জাতীয় পতাকা বহন করে ছাত্রছাত্রীদের এই পদযাত্রা দুর্গাপুরে স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতিতে এক আলাদা মাত্রা যোগ করেছে বলেই মনে করছেন উপস্থিত অনেকেই।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাজুড়ে পুলিশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা জানান, অপরাধ দমনে জেলা জুড়ে পুলিশি অভিযান চালানো হচ্ছে। তিনি জানান, গত ৪ তারিখ একটি কিট পাওয়া যায়। ওই কিটটির উপর নির্ভর করে ওসি ঘাটাল এবং ওসি দাসপুর দুটো টিম এক ব্যক্তিকে আটক করে। নাম আশিস সিংহ (রাকেশ)। তার কাছ থেকে ৯.৭৩৮ রুপো বাজেয়াপ্ত করা হয়,ধৃত ব্যক্তি এই রূপগুলোর কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি এবং এ ব্যাপারে কোনওরকম সদুত্তর দিতে পারেনি। তাই তাকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এদিন দাসপুর থানা এলাকার একটি পিকআপ ভ্যান থেকে ৯টি গবাদি পশু উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় আঙ্গার খান ও শুকদেব নায়েককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার জানান, এটা একটা বড় চক্র,এই চক্র বিভিন্ন জেলায় গত তিন বছর ধরে সক্রিয় বলে জানা গিয়েছে। এই চক্রের মাথা-সহ আরও অনেকে ধরা পড়বে, গোরু পাচার বন্ধে লাগাতার অভিযান চলছে।পুলিশ সুপার বলেন, ‘নারায়ণগড় থানায় একটা বড় সাফল্য এসেছে। এএসপি খড়গপুর এবং এসডিপিও খড়গপুর এই দুজনের টিম স্ট্রিং অপারেশন করে গোল্ডেন রিসোর্ট হোটেল থেকে হোটেলের মালিক-সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে, তার মধ্যে কিছু মহিলাও আছে। হোটেলের রেজিস্টার সিজ করা হয়েছে,উদ্ধার হয়েছে মাদকদ্রব্য, লিকার এবং প্রচুর গর্ভনিরোধক সামগ্রী। দীর্ঘদিন ধরে এই হোটেলগুলোতে দেহ ব্যবসা চলছিল জানতে পেরে অভিযান চালানো হয়। আগামী দিনে সমস্ত হোটেলগুলোকে নিয়ে বৈঠক করা হবে বলে এসপি জানান। হোটেলের রেজিস্টার থেকে হোটেলগুলোতে কারা আসছে কারা যাচ্ছে, পরিচয়পত্রহীনভাবে কেউ হোটেলে থাকছে কিনা সে ব্যাপারে নজর রাখবে পুলিশ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথে সংগঠিত মানব পাচার, যৌন শোষণ এবং নারী নির্যাতনের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি দেখাবে বলে পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা জানান।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৭ অগস্ট ২০২৬, ২২ শ্রাবণ ১৪৩৩ শুক্রবার

কলকাতা হাইকোর্টে একসঙ্গে ৮ নতুন বিচারপতি, আগামী মঙ্গলে শপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমছে মামলার পাহাড়, বিচার পাওয়ার আশায় বছরের পর বছর দিন গুনছেন হাজার হাজার বিচারপ্রার্থী। রাজ্য বিচারব্যবস্থার এই তীব্র সংকটকালে বড় সড় স্বস্তির খবর নিয়ে এল কলকাতা হাইকোর্ট। একসঙ্গে আটজন নতুন বিচারপতি পেতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী এই আদালত। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মিলতেই জানা গিয়েছে, আগামী মঙ্গলবারই শপথ গ্রহণ করতে চলেছেন এই নতুন আটজন বিচারপতি। আইনি মহলের মতে, বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় পর এই প্রথম কলকাতা হাইকোর্টে এত সংখ্যক বিচারপতি একসঙ্গে নিয়োগ পাচ্ছেন, যা হাইকোর্টের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

দীর্ঘদিন ধরেই বিচারপতির শূন্যপদ পুরণ ও দ্রুত শুনানির দাবিতে সরব ছিলেন আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীরা। হাইকোর্টে বিচারপতির অনুমোদিত পদসংখ্যা ৭২। অথচ এতদিন অর্ধেকের সামান্য বেশি শক্তিতে কাজ চালাতে হচ্ছিল আদালতকে। গত ১২ মে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম নয়জন আইনজীবীর নাম কেন্দ্র সরকারের কাছে সুপারিশ করে পাঠায়। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে

আটজনের নামে সবুজ সংকেত এসে পৌঁছয়। নতুন নিয়োগের ফলে হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৪৯।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন সেই তালিকায় রয়েছেন, বিচারপতি আর্যক দত্ত, বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সন্দীপ দে, বিচারপতি পার্থসারথি রায়, বিচারপতি সুদীপ দেব, বিচারপতি অনুজ সিং, বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায় এবং নিষাদ মেদেরা।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কলকাতা হাইকোর্টের মূল ভবনের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি এবং আন্দামান ও নিকোবর সার্কিট বেঞ্চেও মামলার সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দুটি সার্কিট বেঞ্চ সচল রাখতে নিয়মিত বিরতিতে চারজন করে বিচারপতিকে অন্তত ১৫ দিনের জন্য পাঠাতে হয়। ফলে মূল হাইকোর্টে বিচারপতি সংকটের কারণে দৈনন্দিন মামলার শুনানিতে মারাত্মক প্রভাব পড়ছিল। নতুন এই আটজন বিচারপতি কাজে যোগ দিলে সার্কিট বেঞ্চ এবং মূল আদালতের কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখা অনেক সহজ হবে। যদিও ৭২টি পদের বিপরীতে ৪৯ জন বিচারপতি নিয়েও শূন্যপদের সংকট পুরোপুরি দূর হবে না, তবুও আইনি মহলের আশা এই বড় পদক্ষেপে অন্তত মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হবে এবং সাধারণ বিচারপ্রার্থীরা কিছুটা হলেও স্বস্তির মুখ দেখবেন।

প্রথমবার রাজ্যে ‘হর ঘর তেরঙ্গা’ কর্মসূচি ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে প্রথমবার স্বাধীনতা দিবস পালন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর এই উপলক্ষে এই বছর প্রথমবার পশ্চিমব্যাপী ‘হর ঘর তেরঙ্গা’ কর্মসূচি পালন করবে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচি ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ৯ থেকে ১৭ অগস্ট পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। রাজ্যের সব বাসিন্দাকে নিজেদের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সবাই নিজের নিজের বাড়িতে তেরঙ্গা তুলুন এবং এই কর্মসূচিতে অংশ নিন।

১৫ তারিখ এই কর্মসূচির সূচনা হবে মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর থেকে। শুক্রবার সার্ভে বিল্ডিং থেকে হাজরা পর্যন্ত একটি তেরঙ্গা যাত্রা বের হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি নিজে এই মিছিলে থাকব। সকলকে অংশ নেওয়ার অনুরোধ করছি। রাজ্যজুড়ে এই উপলক্ষে প্রায় ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অতীতে রাজ্যে এই কর্মসূচি পালিত হয়নি। তাঁর কথায়, এবার থেকে স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে প্রতি বছর তেরঙ্গা যাত্রা হবে। যেহেতু এটাই প্রথম বছর, তাই রাজ্যজুড়ে বড় আকারে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা, ব্লক, পুরসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাকে এই উদ্যোগে যুক্ত করার চেষ্টা হবে। ওই দিন ঐতিহাসিক ভবনগুলিতে আলোকসজ্জা, প্রবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা, সচেতনতামূলক

মিছিল-সহ একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। এই কর্মসূচির প্রচারের জন্য রাজ্যে প্রিন্ট, ডিজিটাল এবং সামাজিক মাধ্যমকেও ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এছাড়া ১০ অগস্ট দুপুর ৩টায় নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে আর একটি বড় তেরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও ব্যাপক সাড়া মিলেছে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০ হাজার মানুষ ওই মিছিলে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে কেন্দ্রের ‘হর ঘর তেরঙ্গা’ কর্মসূচির সঙ্গে এবার রাজ্য সরকারের সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে নতুন রাজনৈতিক বার্তাও বহন করছে। একই সঙ্গে জাতীয় পতাকাকে কেন্দ্র করে রাজ্যবাসীকে আরও সম্পৃক্ত করার উপরেও জোর দিচ্ছে প্রশাসন।

‘বন্দেমাতরম’কে ঘিরে কংগ্রেস-বামেদের তোপ ভুয়ো জব কার্ড নিয়ে তৃণমূলকেও নিশানা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বন্দেমাতরম প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইতিহাস, জাতীয়তাবাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, বন্দেমাতরমের জন্ম পশ্চিমবঙ্গে হয়েছিল, অথচ এই পশ্চিমবঙ্গেই একসময় বন্দেমাতরমকে কার্যত নির্বাসিত করা হয়েছিল।

ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ১৯৩৬ সালে যদি বন্দেমাতরমকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গুরুত্বহীন করে না দেওয়া হত, তাহলে দেশের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতে পারত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস থেকে সরিয়ে না দেওয়া হলে তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করে দেশের বিভাজন রুখতে পারতেন। আমি এক জাতি ও এক ভারতের পক্ষেই বিশ্বাস করি।

কংগ্রেস ও বামপন্থীদের কড়া সমালোচনা করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, বন্দেমাতরমকে ঘিরে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা দীর্ঘদিন ধরে আপসের রাজনীতি করেছে। বিভাজনের রাজনীতির সবচেয়ে বড় উদাহরণ কংগ্রেস।

তিনি আরও বলেন, কমিউনিস্ট নেতা মুজাফ্‌ফর আহমেদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম’ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘৃণায় ভরা, যা একজন একেশ্বরবাদী মুসলিম হিসেবে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই সময় কংগ্রেসের একাংশও বন্দেমাতরমকে কেবল একটি

ঐতিহ্যবাহী গান বলেই ব্যাখ্যা করত।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, আজ পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের চরিত্র বদলে গিয়েছে। সমাজের একাংশের মধ্যে চরমপন্থা ও উগ্রপন্থার প্রবণতা বেড়েছে। এই বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের শেষে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, আমরা বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছি। ‘সত্য সনাতনী বন্দেমাতরম’ উচ্চারণ করেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যে তৃণমূলের জারি করা ভুয়ো জব কার্ড প্রসঙ্গে শমীক বলেন, ‘এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের, জব কার্ড নিয়ে সব বিরোধী দল তাদের বক্তব্য রেখেছে। আর তৃণমূলই রাজ্যে অবৈধ হয়ে গেছে। তৃণমূলের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে। তৃণমূলের অ্যাকাউন্টের টাকা কার কাছে যাবে, তাই নিয়ে লড়াই করছে। কে মৃত, কে জীবিত তাই নিয়েই লড়াই, এদের জব কার্ড তো এরকম হবেই।’

‘জনগণের সম্পদ, জনগণের জন্যই উন্মুক্ত থাকুক’

এলিয়ট পার্ক নিয়ে পুরসভাকে ধন্যবাদ, মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ময়দান এলাকার এলিয়ট পার্কে টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৃহস্পতিবার নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নিজের সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, বহু বছর ধরে পার্কের স্বাভাবিক সৌন্দর্য সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে রাখা হয়েছিল। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় কলকাতা পুরসভাকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে লেখেন, ময়দানের এলিয়ট পার্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সবুজ ও মনোরম দৃশ্য এতদিন চৌরঙ্গী রোডের দিক থেকে উঁচু টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছিল। কারণ সেখানে প্রাক্তন সরকারের মাননীয়া হাঁটার সময় যাতে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি না পড়ে। এরপর তিনি দাবি করেন, টিনের বেড়া সরিয়ে দেওয়ার ফলে পার্কের সবুজ পরিবেশ আবার সবার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, এলিয়ট পার্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সবুজের মনোরম দৃশ্য আজ আবার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। টিনের বেড়া সরানোর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, টিনের সেই বেড়া সরিয়ে এলিয়ট পার্কের সৌন্দর্যের মনোরম দৃশ্য আবার জনসাধারণের উপভোগের জন্য ফিরিয়ে দেওয়ায় কলকাতা পুরসভাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। জনগণের সম্পদ, জনগণের জন্যই উন্মুক্ত থাকুক।

যদিও এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলের মতে, পার্কের সৌন্দর্য পুনরুদ্ধারের বিষয়টি তুলে ধরলেও মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট ছিল। রাজ্যের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি জনপরিসর ব্যবহারের প্রশ্নেও বর্তমান সরকার যে আগের সরকারের নীতি থেকে নিজেদের আলাদা করে তুলে ধরতে চাইছে, এই ঘটনাকে তারই একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জগদ্দলে মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল জমানায় জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রে দেদার জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। নতুন সরকারের আমলেও জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে চুরিয়ে জলাভূমি ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও ডবল ইঞ্জিন সরকারের কড়া নির্দেশ, পুকুর কিংবা জলাশয় কোনওমতেই ভরাট করা যাবে না। তথাপি জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর সংসদের লোকনাথ মন্দিরের সন্নিকটে দে-বাড়ির জলাশয় ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, এক শ্রেণির জমি মাফিয়া মাটি দিয়ে ইতিমধ্যেই জলাভূমি প্রায় বুজিয়ে ফেলেছে। অভিযোগ উঠেছে, মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জায়গায় এখনও জমি হাঙরেরা সক্রিয়। জলাভূমি ভরাট নিয়ে ব্যারাকপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত ঘোষ বলেন, পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট করা সম্পূর্ণ বেআইনি। পুকুর ভরাট রুখতে প্রশাসন এবং ব্লক ভূমি এবং ভূমি সংস্কার অফিসারকে নজর দিতে হবে। সুমিতের অভিযোগ, তৃণমূলের কিছু লোকজন এখনও সেটিং করে ভরাটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, জলাভূমি ভরাট আটকাতে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। অপরদিকে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমারের হুঁশিয়ারি, কোনওভাবেই জলাভূমি ভরাট করা যাবে না।

সাড়ে তিন কোটির সোনা হাতিয়ে চম্পট দিল দুই কারিগর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নামী জুয়েলারি ওয়ার্কশপ থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকার সোনা ও বহুমূল্য পাথর হাতিয়ে চম্পট দুই কারিগরের। গিরিশ পার্ক থানা এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জুয়েলারি ব্যবসায়ী মহলে। প্রতারণার বিষয়টি টের পেতেই তড়িঘড়ি গিরিশ পার্ক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দোকান কর্তৃপক্ষ। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অভিযুক্ত দুই কারিগরের সন্ধানে শুরু হয়েছে জোর তল্লাশি। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ।

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্কের কালীকৃষ্ণ টেগোর স্ট্রিটে রয়েছে ওই নামী সোনার ওয়ার্কশপটি। গত ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে হারাধন দে এবং শুভঙ্কর সামন্ত নামে দুই কারিগর ওই দোকানের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তৎকালীন সময়ে বাজারি মূল্যের চেয়ে অনেকটাই ন্যায্য দামে উন্নতমানের সোনার গয়না তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তারা। দুই পক্ষের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। সেই অনুযায়ী কাঁচামাল হিসেবে ওই দুই কারিগরকে সোনা ও বিভিন্ন দামি রত্ন দেওয়া শুরু করেন দোকান মালিকরা।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল অভিযুক্তরা। অল্প অল্প করে সোনা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে তৈরি গয়না ফেরতও দিত তারা। কিন্তু সমস্যা বাঁধে সম্প্রতি। দোকান কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করেন, কারিগররা গয়না বানানোর জন্য যতটা পরিমাণ সোনা নিয়ে যাচ্ছেন, তার বদলে যে গয়না জমা পড়ছে তা ওজনে অনেকটাই হালকা। পাশাপাশি গয়নার কাজ নিয়েও সন্দেহ দানা বাঁধে দোকানের কর্মী ও মালিকদের মনে।

সন্দেহ নিরসন করতে দোকানের গত কয়েক বছরের দীর্ঘমেয়াদি স্টক ও সোনার হিসেব মেলানো শুরু করেন কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই বিস্মিত মালিকরা। কারণ, অডিট রিপোর্টে দেখা যায়, গয়না তৈরির নামে অভিযুক্ত দুই কারিগর ধাপে ধাপে প্রায় ২ কেজি ২৮২ গ্রাম সোনা এবং প্রচুর মূল্যবান পাথর হাতিয়ে নিয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দরজায় মহুয়া মৈত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে দায়ের হওয়া মামলায় রক্ষাকবচ মিললেও কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। হাইকোর্ট তাঁর গ্রেপ্তারির ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বজায় রাখলেও, তদন্তের স্বার্থে আগামী ১৪ অগস্ট তাঁকে পুলিশের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মূলত হাইকোর্টের সেই নির্দেশিকাকেই চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের আইনি লড়াইয়ে নামলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। আগামী সপ্তাহেই সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত আবেদনের শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ১ জুলাই। সেদিন নদিয়ায় দলীয় কর্মসূচি চলাকালীন ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়েন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। অভিযোগ, তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ও পাথর ছুড়ে মারেন বিক্ষোভকারীরা। এই চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে বোরখা পরিধান সংক্রান্ত এক বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন সাংসদ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি প্রকাশ্যেই বলেন, ‘এভাবে ডিম ছোড়ার চেয়ে বোরখা পরে ডিম ছুড়ুন। তাহলে আপনাকে আর কেউ দেখতে পাবে না, আর আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের হবে না।’ এই মন্তব্যের পরপরই এলাকা জুড়ে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং মহুয়াদেবী ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হেনেছেন, এমনই এক অভিযোগ তুলে নদিয়ার হোগলবেড়িয়া থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত এফআইআর দায়ের হয়।

আইনি প্যাঁচ থেকে বাঁচতে এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মহুয়া মৈত্র। হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। শুনানির পর আদালত সাংসদের বিরুদ্ধে পুলিশের কড়া পদক্ষেপের ওপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করে। আগামী ৫ অক্টোবর অথবা আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারির মতো কোনও কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারবে না বলে আদালত পরিষ্কার নির্দেশ দেয়।

বিমানবন্দর থেকে প্রায় এক কোটির সোনা-রত্ন উদ্ধার, ধৃত রাজস্থানের যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক (এনএসসিবিআই) বিমানবন্দর থেকে উদ্ধার হল প্রায় এক কোটি টাকার সোনার ও রত্নখচিত মূল্যবান গয়না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা বিমানবন্দর চত্বরে। ঘটনার তদন্তে নেমে বিধাননগর এনএসসিবিআই থানার পুলিশ রাজস্থানের বাসিন্দা এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম রাম অবতার সিংহ (অন্য সূত্র মতে, রাম অবতার শর্মা)। পাচার চক্রে আরও কারা জড়িয়ে রয়েছে, তা জানতে ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পুলিশ ও গোপন সূত্রের খবর, বুধবার সন্ধ্যায় বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনাল চত্বরে সন্দেহজনক কিছু গতিবিধি চোখে পড়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের। গোপন সূত্রের মারফতে এনএসসিবিআই থানার পুলিশ খবর পায়, বিমানবন্দর থেকে একটি স্কুটিতে করে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান ধাতু বাইরে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ নাকা তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। সেই সময়েই এক যুবক স্কুটি নিয়ে এলাকা থেকে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে ঘিরে ফেলে আটক করা হয়।

আটক স্কুটিতে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের। স্কুটির ভেতরের গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে মেলে প্রচুর হিরে বসানো সোনার গয়না। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৪০০ গ্রাম সোনা। যার বর্তমান বাজারমূল্য আনুমানিক ৬০ লক্ষ টাকা। সঙ্গে উদ্ধার হয় প্রায় ৯০০ গ্রাম রূপোর গয়না। তা ছাড়াও উদ্ধার হয়েছে মূল্যবান হিরে, চুনি এবং পান্না। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মোট বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক বিমানবন্দর চত্বরেই অন্য কারও কাছ থেকে এই মূল্যবান গয়নাগুলি হাতে পান। পরিকল্পনা ছিল, পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে স্কুটিতে করে সোনা-রুপো ও রত্নগুলি মধ্য কলকাতার বড়বাজারে নির্দিষ্ট এক হেপাজতকারীর কাছে নিয়ে যাওয়ার। আবার অন্য একটি তদন্তকারী সূত্রের খবর, বিদেশ থেকে অবৈধ উপায়ে আসা বিমানে সোনা বা গয়না রেখে দেওয়া হয়। পরে বিমান পরিষ্কার করার নাম করে সাফাইকর্মীদের দিয়ে কার্গো টার্মিনাল পেরিয়ে তা বাইরে পাচার করা হয়। এই চক্রটির সঙ্গেও বিমানবন্দরের কোনো ভিতরের লোক যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে তল্লাশি চালানো হবে। এই সোনা ও রত্নের আসল মালিক কে, কার নির্দেশে বড়বাজারে এগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং আন্তর্জাতিক কোনো পাচার চক্র এর পেছনে কাজ করছে কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গ্রেপ্তারির ৩৫ দিনের মাথায় দেবরাজের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল পুলিশ, খারিজ জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রেপ্তারির ঠিক ৩৫ দিনের মাথায় সিন্ডিকেট চক্র পরিচালনা, তোলাবাজি সহ নানা অভিযোগে দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার বারাসাত জেলা ও দায়রা আদালতে প্রায় ১৫০ পাতার এই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মূল অভিযুক্তের জামিনের আবেদন জানিয়ে সরব হন তাঁর আইনজীবীরা। কিন্তু সরকার পক্ষের তীব্র বিরোধিতার মুখে সেই আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী তথা রাজারহাট-গোপালপুর এলাকার প্রভাবশালী এই নেতাকে জেলেই ঠাঁই নিতে হচ্ছে।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবরাজের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১১ ধারা অর্থাৎ সংগঠিত অপরাধ এবং তোলাবাজি, ভয় দেখানো সংক্রান্ত একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। চার্জশিটে ঘটনার বিবরণ ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণের পাশাপাশি অন্তত ১১ জন প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী সাক্ষীর বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এদিন শুনানির পর সরকারপক্ষের আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় জানান, ‘তদন্তে দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বেআইনি সিন্ডিকেট পরিচালনা ও নিয়মিত তোলাবাজি চালানোর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত এবং নিরেট তথ্য প্রমাণ হাতে এসেছে। তদন্তকারী অফিসাররা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই এই চার্জশিট সাজিয়েছেন। তদন্তের প্রাথমিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায় সম্পন্ন হল। এবার আমরা আদালতের কাছে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার আর্জি জানিয়েছি, যাতে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটানো যায়। তবে প্রয়োজনে ঘটনার গভীরে পৌঁছতে পরবর্তীতে অতিরিক্ত বা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটও দাখিল করা হতে পারে।’

সংগঠিত তোলাবাজির পাশাপাশি এই দম্পতির বিপুল বেনামি সম্পত্তির উৎস নিয়েও বিশ্লেষণ চালাচ্ছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই দম্পতি অন্তত ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি আত্মসাৎ ও তা হস্তান্তরিত করেছিলেন। রাজারহাট-গোপালপুরের তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সি এবং তাঁর স্বামী দেবরাজ

নিজেদের পদ ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি গড়ে তোলেন। শুধু তা-ই নয়, অর্থপাচার (মানি লন্ডারিং) এবং ওই বিপুল পরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি লুকোতে আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের নামে বেনামে হস্তান্তর করার মতো গুরুতর অভিযোগ প্রমাণ সহ সামনে এসেছে। অদিতির বিরুদ্ধে নির্বাচনী হলফনামায় ভুল তথ্য পেশ ও সম্পত্তি গোপন করার অভিযোগও তদন্তে যুক্ত করা হয়েছে।

আইনজীবীদের একাংশের মতে, গ্রেপ্তারি এড়াতে আগেভাগে কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন দেবরাজ ও অদিতি। তবে আদালতের রায়ে স্বস্তি পেয়েছিলেন কেবল অদিতি। শিশুসন্তানের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে হাই কোর্ট প্রাক্তন বিধায়ককে রক্ষাকবচ প্রদান করলেও দেবরাজের আবেদন সরাসরি খারিজ করে দেয়। আদালতের সেই রক্ষাকবচ না মেলায় রাজ্য ছেড়ে চম্পট দিয়েছিলেন বিধাননগরের এই প্রভাবশালী দাদাগিরির মুখ। পরবর্তী সময়ে গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে গত ১ জুলাই পুরুলিয়া থেকে যৌথ অভিযানে দেবরাজকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ ও রাজ্য এসটিএফ-এর বিশেষ দল। এরপরেই বারাসাত আদালতে পেশ করে দফায় দফায় তাঁকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়।

সম্পাদকীয়

যৌন হয়রানি মামলায় বিরোধীদের ‘ব্রিজভূষণ অস্ত্র’ ভোঁতা করে দিল আদালত

ভোঁতা হয়ে গেল মোদি বিরোধীদের ব্রিজভূষণ অস্ত্র। সৌজন্যে আদালত। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে দেশের কয়েকজন প্রথম সারির মহিলা কুস্তিগিরকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠে। প্রথমে অভিযোগ তোলেন কয়েকজন মহিলা কুস্তিগির। কিন্তু পরে সুযোগ বুঝে তাদের আন্দোলনে ঢুকে পড়ে মোদি বিরোধী রাজনীতির কারবারিরা। তারা দিল্লির বুকে বাজার গরম করতে আসরে নামে। কিন্তু দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত অবশেষে ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ও প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে ওই অভিযোগ থেকে সম্প্রতি বেকসুর খালাস করে দিয়েছে। এই মামলায় ডব্লিউএফআই-এর তৎকালীন সহকারী সচিব বিনোদ তোমারকেও খালাস করে দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই বিরোধীরা আরও একপ্রস্থ বিপদে পড়েছে। ওই রায়ের পর ব্রিজভূষণ শরণ সিং তাঁর নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে বলেছেন, আদালতের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি প্রথমদিন থেকেই বলেছিলাম যে যদি এই অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হয়, তবে আমি ফাঁসিতে চড়বো। এখন মুক্তি পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটা আমার এবং আমার সমর্থকদের জন্য বিরাট খুশির খবর। এর চেয়ে বেশি কিছু আমার বলার নেই। তবে তার মুক্তিতে ঘটনার ইতি ঘটছে না। অভিযোগকারীরা খুব শীঘ্রই উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন, বলেও জানিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অন্যতম বড় এই আইনি লড়াই ফের এক নতুন পর্বে প্রবেশ করতে চলেছে। তবে প্রশ্ন, উঠছে, গোটা ঘটনার নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছেন কারা? মোদি সরকারকে হেনস্তা করতে এবং জনমানসে সেই সরকারের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে কারা সক্রিয়? তারাই কি এই ঘটনার নেপথ্য কুশীলব? এখনও সবটা স্পষ্ট নয়। তবে আশা করা যায়, এই রহস্যভেদ একদিন হবে, এবং সত্যিটা সামনে আসবে। ২০২৩ সালে শুরু ভারতের শীর্ষস্থানীয় কুস্তিগিরদের এই প্রতিবাদ ক্রীড়া জগতের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছিল। আপাতত আদালতের রায়ে তার একটি পর্ব শেষ হল।

শব্দছক ২৩৬

রবি দাস

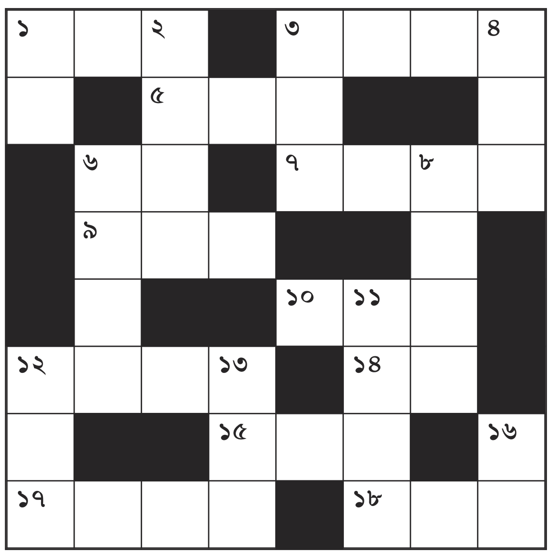

পাশাপাশি: ১. পুজারি ব্রাহ্মণ ৩. বাক্-পটু ব্যক্তি ৫. রান্না ৬. জননী ৭. রক্ত দিয়ে লেখা অক্ষর ৯. সজ্জিত ১০. আশ্চর্য ১২. সকালের আকাশে দৃশ্যমান শুক্রগ্রহ ১৪. ঋণ ১৫. পানের সাথে খাওয়া নেশার উপকরণ ১৭. বেকার ১৮. চতুর্থ পাণ্ডব

ওপর-নিচ: ১. পাপ-এর বিপরীত ২. ভীষণ টাটকা ৩. শাখামৃগ ৪. অন্ধকার ৬. এক মাসেরও বেশী সময় ৮. অমঙ্গলকারী ১১. প্রতিহত করা ১২. যে জলজ প্রাণীর ইংরাজী নাম ডলফিন ১৩. নৃপতি ১৬. বর্তুলাকার

সমাধান ২৩৫ — পাশাপাশি: ১. সঘন ৩. অগণিত ৬. জবাব ৭. শিম ৮. বাসর ১০. গান ১২. দর ১৩. অহরহ ১৫. বরপণ ১৭. জবা ২০. সরা ২১. কমতি ২২. বাধা ২৪. জেহাদ ২৫. বরাভয় ২৬. মদন

ওপর-নিচ: ১. সংবাদ ২. নজর ৩. অবগাহন ৪. নিশি ৫. তমসা ৯. সরব ১১. নর ১৩. অপরাজেয় ১৪. হজম ১৬. রস ১৮. বাতিঘর ১৯. কাবাব ২১. কদম ২৩. ধারা

আজকের দিন

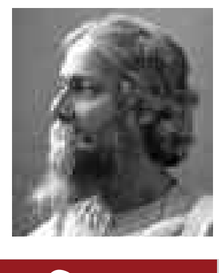

- ১৯০৫ — বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে, স্থানীয় পণ্যের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের লক্ষ্যে কলকাতার একটি নগর সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই আন্দোলন শুরু হয়।
- ১৯৪১ — নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

জন্মদিন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭১ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*

১৯৫৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুরেশ ওয়াদকরের জন্মদিন।*

১৯৬৮ *বিশিষ্ট অভিনেতা কৌশিক সেনের জন্মদিন।*

নবগ্রামে রাস্তার বেহাল অবস্থা, প্রধানকে হুঁশিয়ারি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ‘মহিলা না হলে’ তাঁকে জেল খাটাতেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। হুগলি জেলার নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি। নবগ্রামে গিয়েছিলেন উত্তরপাড়ার বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। সেই সময়ে তাঁকে ঘিরে ক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে সরব হন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তা এতটা খানাখন্দে ভরা যে সেখানে পায়ে চলাও দায়। এই সঙ্গে নিকাশি এবং বেআইনি নির্মাণ নিয়েও বিস্তর অভিযোগ তাঁদের। এলাকার লোকজন জানান, এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান সোমা দাসকে বার বার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বাসিন্দাদের কাছে এই অভিযোগ শোনার পরেই পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে প্রধানকে বাইরে নিয়ে আসেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক। রাস্তার অবস্থা নিজের চোখে দেখতে বলেন। এর পরেই প্রধানকে হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক। গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বসেই তিনি বলেন, ‘আপনি মহিলা বলে রেয়াত করছি। পুরুষ হলে জেল খাটাতাম।’ আইনের পথে গেলে বা জনরোষ হলে কী হতে পারে তাও প্রধানকে ভেবে দেখার কথা বলেন তিনি। যদিও পঞ্চায়েত প্রধান দাবি করেন, তাঁদের এবং পঞ্চায়েতের সীমিত ক্ষমতায় রাস্তা করা যায়নি। এই নিয়ে জেলা পরিষদকে লেখা হলেও তার উত্তর পাওয়া যায়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে ওই রাস্তা দ্রুত সারানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।

৪০ লক্ষ টাকার মাদক উদ্ধার গাজোলে, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারে ব্রাউন সুগার এবং লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল গাজোল থানার পুলিশ। এই ঘটনায় কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা এবং ৫০০ গ্রাম গ্রাম ব্রাউন সুগার। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ ট নাগাদ গাজোল থানা এলাকার জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়েই মোটরবাইক-সহ ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের এদিন পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা আদালতে পেশ করেছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই যুবকের নাম সিদ্ধার্থ মণ্ডল এবং কিশোর মণ্ডল। এদের বাড়ি কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। এদিন বিহারের পূর্ণিয়া হয়েই ধৃতেরা ডালখোলা থেকে মোটরবাইক জোগাড় করেই সরাসরি কালিয়াচক থানার শাহাবাজপুর এলাকায় টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়েই আসছিল। এই খবর গোপন সূত্রে গাজোল থানার পুলিশের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। সংশ্লিষ্ট থানার আইসি কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি টিম তৈরি করেই ফাঁদপাতা হয় রাঙ্গাভিটা এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। তারপরে ওই মোটর বাইক থামিয়ে তল্লাশি চালাতে দুই বড় ব্যাগ ভর্তি ৫০০, ২০০ এবং ১০০ টাকার বান্ডিল উদ্ধার হয়। উল্লেখ্য, গত রবিবার রাতে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি চৌরঙ্গী মোড় এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকেই প্রায় ২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ। এই ঘটনায় পিণ্টু সরকার নামে একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। এই টাকা উদ্ধারের ঘটনায় ফেনসিডিল-সহ একাধিক মাদকের কারবারের হদিশ পেয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। আর এই ঘটনার জের কাটতে না কাটতে আবারও গাজোলে টাকার পাহাড় উদ্ধারের ঘটনাতে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। গাজোলের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, ‘তৃণমূলের জামানা থেকেই এইসব অপরাধমূলক কাজ করার ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীরা ফুলেফেঁপে উঠেছিল। এখন সরকার বদল হয়েছে। অপরাধীরা কোনরকম ভাবেই ছাড় পাবে না। তাই এইভাবেই পুলিশ ধরপাকড় অভিযান চালাচ্ছে।’ তৃণমূলের জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ‘অপরাধীদের কোনও দল হয় না। বিজেপি যে অভিযোগ করছে তা ভিত্তিহীন। অন্যায় করলে তার জন্য পুলিশ এবং আইন আছে।’ মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, ‘দুইজন বিহার থেকে মাদক বিক্রি করেই ৪০ লক্ষ টাকারও বেশি ভারতীয় নগদ অর্থ নিয়ে আসছিল। তাদের কাছে ৫০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে একটা বড় চক্র কাজ করছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেই চক্রের হদিশ পেতেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে।’

বৃষ্টিতে তছনছ রানিগঞ্জের বস্তি, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: দুপুরেই মোবাইলে বেজে উঠেছিল দুর্যোগের অ্যালার্ম। সতর্কবার্তা আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সত্যি হল আশঙ্কা। প্রবল বৃষ্টিতে রানিগঞ্জের ৮৯ নম্বর ওয়ার্ডের হিল বস্তি এলাকায় ভেঙে পড়ল দুটি কাঁচা বাড়ি। আহত হয়েছেন একাধিক। বুধবার দুপুরে টানা বৃষ্টির জেরে হিল বস্তির বাধ্যকর পাড়া ও ডোমপাড়ায় দুটি কাঁচা বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার সময় বাড়ির ভিতরেই ছিলেন বাসিন্দারা। স্থানীয়রাই তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দারা মূলত আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আবাস যোজনার জন্য আবেদন করেও ঘর মেলেনি। বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাঁচা বাড়িতেই থাকতে হচ্ছে। এক বাসিন্দার কথায়, ‘বারংবার বলেছি। কিন্তু কেউ শোনেনি। আজ ঘর ভাঙল, কাল প্রাণও যেতে পারে। বর্ষার আগে আমাদের মাথা গোঁজার নিরাপদ ঠাঁই চাই।’ খবর পেয়েই রানীগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ দলীয় কর্মীদের পাঠান ক্ষতিগ্রস্তদের খোঁজ নিতে। তিনি বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখ জনক। ৩৫ বছর সিপিএম এবং ১৫ বছর তৃণমূল সরকারেও বহু যোগ্য পরিবার আবাস পায়নি বলেই আজ এই অবস্থা।’ তাঁর প্রতিশ্রুতি, ‘ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে আমরা আছি। যত দ্রুত সম্ভব সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে যাতে এমন দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেওয়া হবে।’ দুর্ঘটনার পর থেকেই গোটা বস্তিতে আতঙ্ক। বাসিন্দাদের একটাই দাবি, বর্ষা শেষ হওয়ার আগেই যেন তাঁদের জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা হয়।

‘তোলা’ বন্ধের ‘মাশুল’? রক্তাক্ত অ্যাম্বুল্যান্স চালক

কাঠগড়ায় প্রাক্তন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মাসে ১০ হাজার টাকা করে ‘তোলা’ দিতেন। সরকার বদলের পরে সেই টাকা দিতে অস্বীকার করতেই প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে মারধর, এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন দুর্গাপুরের এক অ্যাম্বুলেন্স চালক। অভিযোগের তির প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর হীরালাল বাউড়ির দিকে। আক্রান্তের দাবি, শুধু মারধরই নয়, প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। আতঙ্কে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ। যদিও সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত। গান্ধীমোড়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে কর্মরত অ্যাম্বুলেন্স চালক মানিক ধীবরের দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে ‘মাসোহারা’ দিতে বাধ্য করা হতো তাঁকে। ভয়ে সেই টাকা নিয়মিত অনলাইনে পাঠাতেন বলেও অভিযোগ তাঁর। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর টাকা দেওয়া বন্ধ করতেই সম্প্রতি মদ্যপ অবস্থায় তাঁকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুইও তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন না বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছেন তিনি। অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন হীরালাল বাউড়ি। তাঁর বক্তব্য, গোটা ঘটনাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এদিকে অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীর বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই। ইতিমধ্যেই ই-মেলের মাধ্যমে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত চালক। এখন নজর, তদন্তে কী উঠে আসে এবং পুলিশ কী পদক্ষেপ করে।

ফুঁসছে গন্ধেশ্বরী নদী

জলের তলায় মানকানালী সেতু, সম্পূর্ণ বন্ধ যাতায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিম্নচাপজনিত টানা বৃষ্টির জেরে গন্ধেশ্বরী নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় বাঁকুড়া, উগড়াডিহি সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ মানকানালী সেতুর উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করেছে। ফলে নিরাপত্তার স্বার্থে সেতু দিয়ে সমস্ত ধরনের যানবাহন ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সেতুর একটি অংশ ধসে গিয়ে ভেঙে পড়েছিল। সেই কারণে বড় গাড়ির চলাচল আগেই বন্ধ ছিল। তবে ঝুঁকি নিয়েই মোটরসাইকেল আরোহী ও পথচারীরা সেতু ব্যবহার করছিলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পুলিশ সেতুর দু’প্রান্তে ব্যারিকেড বসিয়ে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু প্রবল স্রোতে সেই ব্যারিকেডও ভেসে যায়। নতুন করে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে নদীর জল আরও বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে পুরো সেতুই জলের তলায় চলে গেছে। ফলে বাঁকুড়া থেকে উগড়াডিহি যাওয়ার অন্যতম প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিকল্প দীর্ঘপথ ব্যবহার করতে হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে।

চন্দ্রকোনায় শিলাবতী নদীর জল বেড়ে ডুবছে বাঁশের সাঁকো

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: টানা নিম্নচাপজনিত বৃষ্টির জেরে শিলাবতী নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় নদীর উপর নির্মিত অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো জলের তলায় তলিয়ে গেছে। এরফলে নদীর দুই পাড়ের একাধিক গ্রামের মানুষের স্বাভাবিক যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ঘোষকিরা গ্রামের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ গিয়েছে শিলাবতী নদীর উপর নির্মিত এই বাসের সাঁকোটি ছিল এলাকার মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের প্রধান ভরসা। এই বাঁশের সাঁকোটিই ছিল স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, নিত্যযাত্রী, কৃষক ও রোগীদের যাতায়াতের প্রধান ভরসা। সাঁকো ডুবে যাওয়ায় তাঁদের দীর্ঘ পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে অথবা নৌকার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, যা ঝুঁকিপূর্ণ।

ট্র্যাফিক সপ্তাহ পালন কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্য জুড়ে চলছে ট্র্যাফিক সপ্তাহ কর্মসূচি। কোথায় রাস্তায় মাইকে পথ চলতি মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে, আবার কোথাও বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ট্র্যাফিকের বিষয়ে সচেতন করা হোচ্ছে পড়ুয়াদের। মূলত জাতীয় ও রাজ্য সড়কে পথ দুর্ঘটনা রুখতেই ট্র্যাফিক পুলিশের এই উদ্যোগ। আর সেই কর্মসূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিকালে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তের খুদে শিল্পীদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এদিন এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়া। এদিন দুটি বিভাগে ভাগ করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বিভাগে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণী দ্বিতীয় বিভাগে ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিযোগিতারা অংশ নেয়। এদিন দুই বিভাগে জয়ী প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও সমস্ত প্রতিযোগীকে সান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় ছোট ছোট শিশুদের মনে ট্র্যাফিক নিয়ম কিভাবে পালন করতে হয়। ট্র্যাফিক নিয়ম পালন না করলে কি হতে পারে সেই বিষয়ে অবগত করতেই অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় মূল বিষয় ছিল ট্র্যাফিক নিয়ন। যারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তারা কেউ ট্র্যাফিক নিয়ম পালনের বিষয় তুলে ধরে। আবার কেউ ট্র্যাফিক নিয়ম না মানলে কি হতে পারে সেই বিসয়গুলি তাদের ক্যানভাসে তুলে ধরে। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, পুলিশের এই উদ্যোগে তারা খুশি। অনেক নতুন কিছু জানা গিয়েছে। তবে সবাই সচেতন হলে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমবে। বাচ্চার ছোট থেকেই যদি ট্র্যাফিক নিয়ম শিখে যায় তবে পথে দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যাবে।

বালুরঘাট পুরসভায় পেন-ডাউন আন্দোলন

স্তব্ধ নাগরিক পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এক স্থায়ী কর্মী গ্রেপ্তার হতেই তুমুল শোরগোল বালুরঘাট পুরসভায়। সহকর্মীকে কোর্ট কাস্টডিতে পাঠানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কর্মবিরতি বা ‘পেন-ডাউন’ আন্দোলনে নামলেন পুরসভার কর্মচারীরা। এর জেরে দিনভর পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়, ভোগান্তিতে পড়েন বহু সাধারণ মানুষ। গোটা পুরচত্বরে থমথমে ও চরম উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক মাস আগের। জানা গিয়েছে, আদালতের নির্দেশে ও পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে একটি বেআইনি নির্মাণ সরানোর অভিযানে যান পুরসভার এক প্রতিনিধি দল। পরবর্তীকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলা দায়ের হলে চারজনের নাম জড়ায়। সেই তালিকায় ছিলেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মী শুভ মোহন্ত। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলায় অন্য তিনজন জামিন পেলেও শুভ মোহন্তকে কোর্ট কাস্টডিতে বা জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সহকর্মীর এই পরিণতিতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অন্য কর্মীরা। পুরসভার সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ত্রিদিব দাস প্রশ্ন তোলেন, একই মামলায় অন্যদের জামিন দেওয়া হলেও সম্পূর্ণ সরকারি ডিউটিতে থাকা শুভ মহন্তকে কেন কাস্টডিতে পাঠানো হলো? মামলা পরিচালনা এবং আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। কর্মচারীদের স্পষ্ট ইঙ্গিত সহকর্মীর ন্যায়বিচার ও সমস্যার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যানও। তিনি জানান, ব্যক্তিগত কোনো কাজের জন্য নয়, শুভ মোহন্ত সরকারি নির্দেশ মেনেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হবে। পুরো বিষয়টিতে আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে এবং আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমেই সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। হঠাৎ এই কর্মবিরতির ফলে পুরসভার জরুরি ও দৈনিক পরিষেবা একপ্রকার স্থবির হয়ে পড়েছে। পুর কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির দ্রুত সমাধানের আশা রাখ লেও, আন্দোলনরত কর্মচারীরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, এই জটিলতার নিরপেক্ষ ও দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে আন্দোলনের ঝাঁজ আরও বাড়ানো হবে।

দুর্গাপুরে কুকিং প্রতিযোগিতা, সৃজনশীলতায় নজর কাড়ল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হল একদিনব্যাপী আন্তঃস্কুল কুকিং প্রতিযোগিতা। শহরের সরকারি ও বেসরকারি একাধিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তাঁদের রন্ধনশৈলী, সৃজনশীলতা এবং উপস্থাপনার দক্ষতার পরিচয় দেন।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের জনপ্রিয় বাজার চলতি কোম্পানির জনপ্রিয় তিনটি পণ্য ম্যাগি, মিল্কমেড এবং কোল্ড কফি ব্যবহার করে অভিনব ও সুস্বাদু পদ প্রস্তুতের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিযোগীরা এই উপকরণগুলিকে কাজে লাগিয়ে একাধিক আকর্ষণীয় ও ব্যতিক্রমী রেসিপি তৈরি করেন। স্বাদ, পরিবেশন, সৃজনশীলতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাদ্য প্রস্তুতের উপর ভিত্তি করে বিচারকরা প্রতিযোগীদের মূল্যায়ন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রতিযোগীদের তৈরি বিভিন্ন পদ ঘুরে দেখেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং এমন শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের আয়োজন পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার পাশাপাশি তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমান সময়ে হসপিটালিটি ও কুলিনারি শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রান্নার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো এবং খাদ্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নতুন ভাবনার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মসূচি নিয়মিতভাবে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অভিনব রেসিপি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেরই প্রশংসা কুড়ায়।

ফোনে নির্দেশ মানতেই তিন দফায় উধাও টাকা

দুর্গাপুরে ৬৪ হাজার সাইবার-লুঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: এটিএমে কার্ড আটকে যেতেই সামনে এল ‘উদ্ধারকর্তা’। মেশিনে সাঁটা ‘এটিএম মেনটেন্যান্স ম্যানেজার’-এর মোবাইল নম্বরে ফোন করার পরামর্শ দিল এক যুবক। ফোনের ওপার থেকে আসতে থাকল একের পর এক নির্দেশ। সেই নির্দেশ মেনে চলার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মোবাইলে ভেসে উঠতে শুরু করল টাকা কাটা যাওয়ার বার্তা। চোখের নিমেষে অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ৬৪ হাজার টাকা। এটিএমে ফিরে এসে দেখা গেল, যুবক নেই, নেই সেই ‘ম্যানেজার’-এর নম্বর লেখা কার্ডও। দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাঙ্কের এটিএমে এই অভিনব প্রতারণার ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। প্রতারিত অভিজিৎ সরকার, দুর্গাপুরের বিধান নগরের বাসিন্দা। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট কর্মী। তাঁর অভিযোগ, বুধবার মেয়ের এটিএম কার্ড নিয়ে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন তিনি। কার্ড ঢুকিয়ে পিন দেওয়ার পরই সেটি মেশিনের ভিতরে আটকে যায়। স্ক্রিনে কখন ‘টেম্পোরারি আউট অফ অর্ডার’, কখনও আবার ‘ইনসার্ট প্রপারলি’ বার্তা ভেসে ওঠায় তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। সেই সময় এটিএমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মেশিনে লাগানো ‘এটিএম মেনটেন্যান্স ম্যানেজার’-এর নম্বরে ফোন করতে বলে সে। অভিযোগ, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে তাঁকে দু’বার ‘এন্টার’ এবং দু’বার ‘ক্যানসেল’ বোতাম চাপতে বলা হয়। তাতেও কার্ড না বেরোলে তিনি ফোনে কথা বলতে বলতেই এটিএমের বাইরে আসেন। আর তখনই একের পর এক বার্তা, অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটা শুরু হয়েছে। দ্রুত ভিতরে ফিরে এসে তিনি দেখেন, যে যুবক সাহায্য করছিল সে উধাও। মেশিনে লাগানো ম্যানেজারের নম্বর-সহ কার্ডটিও নেই। ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করে তিনি জানতে পারেন, তিন দফায় মোট ৬৪ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১০ হাজার ও ৫ হাজার টাকা নগদ তোলা হয়েছে এবং ৪৯ হাজার টাকা বিহারের একটি বস্ত্র বিপণিতে ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অভিজিৎ। অভিযোগ জানানো হয়েছে ফরিদপুর ফাঁড়িতেও। পুলিশের পরামর্শে জাতীয় সাইবার ক্রাইম পোর্টালেও অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগ, যে এটিএমে ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এটিএমে ভুয়ো ‘মেনটেন্যান্স’ নম্বর লাগিয়ে, কার্ড আটকে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে এবং সাহায্যের নামে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করেই সক্রিয় রয়েছে একটি সংঘবদ্ধ সাইবার প্রতারকচক্র। ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘাটালের ওসিকে কান ধরে ওঠবোস করানোর হুঁশিয়ারি শতরূপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: ফুটবল বিশ্বকাপ খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ব্লকের বরদা চৌকান এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সিপিআইএমের অভিযোগ, তাদের কর্মী সমর্থকদের ওপর বিজেপি হামলা চালায়। ওই ঘটনায় ৬ জন সিপিআইএম কর্মী আহত হন। ঘটনার পর ঘাটাল থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বৃহস্পতিবার ঘাটাল থানায় ডেপুটেশন কর্মসূচির আয়োজন করে সিপিআইএম। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য শতরূপ ঘোষ। ডেপুটেশন শেষে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শতরূপ ঘোষ বলেন, ‘যারা মাস্তানি করেছে, যারা গুন্ডামি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে ঘাটালের ওসিকে কলকাতা হাইকোর্টে নিয়ে গিয়ে কান ধরে ওঠবোস করাব।’

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of missing person **Bhagabati Prasad Upadhyay, Son of Ramanand Prasad Upadhyay** of 1, Waverly Lane, PS – Taltala, Kolkata - 700013, who has been missing since **14.09.2010** from his residence. **Description of this missing person is: Age** – 65 Years, **Height** – 5'9" , **Complexion** – Fair, **Built** – Thin, **Wearing** – White Shirt and Brown Colour Trouser, please inform whereabouts of the missing person, contact to the O.C., Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lalbazar, Kolkata - 700001. (Telephone No. 033 – 2214 -1835, 9874902710).

ICA- D1175(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

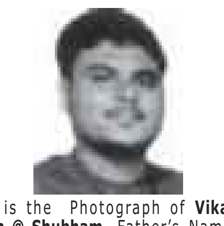

This is the Photograph of **Vikash Singh @ Shubham,** Father's Name - **Shambhu Nath Singh**, of 9, Strand Road 2nd bye Kalitala, PO - Howrah, PS - Howrah, Dist - Howrah, who has been missing since 06.05.2025, at about 09.00 hrs, Description of this missing person is: **Age -** 23 Years, **Complexion** - Whitesh, **Height** - 6 Feet, **Wearing** - Black t-shirt and Blue jeans, **Language** - Hindi. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120.

ICA-D1171(3)/2026

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু কাঁকসার পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হলো এক স্কুল পড়ুয়ার। মৃতের নাম পরমব্রত মণ্ডল। কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্র পুর জরিলাল স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। বয়স ১৭ বছর। জানা গিয়েছে, কাঁকসার রাজবাঁধে এক গৃহ শিক্ষকের কাছে সে টিউশন পড়তো। বুধবার গৃহশিক্ষকের সঙ্গে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বেলুর মঠে ঘুরতে যায়। বিকালে সেখান থেকে তারা ট্রেন ধরে। বর্ধমান ঢোকার আগে গাংপুর স্টেশনের কাছে সে ট্রেন থেকে পড়ে যায়।ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জিআরপি কর্মীরা পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে রাতেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। বৃহস্পতিবার দেহ ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিল গ্রামে দেহ পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা ও গ্রামবাসীরা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Biswajit Bag,** Father's Name - **Lt. Dipak Bag**, of 299/159 Uttarpara,PO+ PS - Rahara, Kolkata - 700118, WB, who has been missing Since 18.12.2025 at about 10.00 hrs., Residential area under Dakshineswar PS, Description of this missing person is: **Age -** 46 Years (Approx), **Sex** - Male, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet 8 Inch (Approx), **Wearing**-White T-shirt & Black full pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

ICA- D1181(3)/2026

নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে

অবাধ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি সিএমই/মেরামত, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার / যান্ত্রিক ওয়ার্কশপ গোরখপুর, এন. ই. রেলওয়ে দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন মাধ্যমে ই- ওপেন টেন্ডার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে:- **ক্র. নং. ১, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এবং কাজের নাম- টেন্ডার নং-** "৩৩-জিকেপি-এমডব্লিউএস-২০২৫-২৬-২" "কম্প্রিহেন্সিভ এএমসি অফ কম্পিউটারাইজড ডি.ভি. টেস্ট বেঞ্চ ফর এলএইচবি কোচেস কোয়ান্টিটি-০১ নাম্বার ফর ০২ ইয়ার অ্যাট জিকেপিএস"। **আনুমানিক খরচ (টাকায়)** ১০১৪৮০০.০০ টাকা, **বায়না অর্থ (টাকায়)** ২০৩০০.০০ টাকা, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ- ২৬.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ১১.০০ টা পর্যন্ত, **টেন্ডার ফর্মের মূল্য** - নেই, **চুক্তির সময়কাল**- ২৪ মাস। উপরোক্ত দরপত্রের বিশদ বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in-এও উপলব্ধ।**

ডেপুটি সিএমই/রিপেয়ার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, CPRO/MECH-64 গোরখপুর

ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট খাবেন না

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Human Body Parts,** found on 19.06.2026, at about 14.10 hrs, Lying at inspection of rake 132068+132066+1322074+132175 the carshed human parts leg entrangled with underneath equipment of coach no. 132068. Description of this dead body is: **Build** - Medium. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1184(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Deadbody,** found on 26.06.2026, at about 19.15 hrs, Lying inside the track on DN-I (M/L) between RBH-PAN KM No - 160/08- 160/09. Description of this dead body is: **Age** - 60 Years (Approx), **Sex** - Male, **Heigh -** 5 F 05 inch (Approx), **Complexion** - Sallow, **Build** - Medium, **Wearing** - Blue colour Half Jeans. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1185(3)/2026

ফর্ম নং ৩

[রেগুলেশন-১৩(১) (এ) দেখুন]

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, ২য় মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ

কেস নং: ওএ/১১৩/২০২৬

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসেডিওর) রুলস, ১৯৯৩ এর রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) এর সাথে পঠিত, অ্যাক্টের সেকশন ১৯ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীন সমন।

ইএক্সএইচ. নং: ৬৬১৬

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

- বনাম -

অঙ্কিতা ট্রেডিং, স্বত্বাধিকারী. বিশাখা পাল এবং অন্যান্য

প্রাপক:

(১) অঙ্কিতা ট্রেডিং, স্বত্বাধিকারী. বিশাখা পাল, নিবন্ধিত ঠিকানা: স্টার বাজার, এনএইচ-৩৪, গ্রাম, পোঃ এবং থানা- রেজিনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১৮৯।

(২) শ্রীমতী বিশাখা পাল, অঙ্কিতা ট্রেডিং-এর স্বত্বাধিকারী, আনন্দ পালের স্ত্রী, গ্রাম, পোঃ এবং থানা- রেজিনগর, ভিটিসি আভুলবেড়িয়া, সাব-ডিস্ট্রিক্ট- বেলডাঙা-২, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১৮৯।

সমন

যেহেতু, **ওএ/১১৩/২০২৬** মামলাটি মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার / রেজিস্টার-এর সমক্ষে **০৮.০৭.২০২৬** তারিখে তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

যেহেতু এই মাননীয় ট্রাইবুনাল আপনার বিরুদ্ধে **২৬,৫৭,৪৭১.০০ টাকার** ঋণ আদায়ের জন্য দায়ের করা উক্ত আবেদনের (ওএ) (নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি সহ সংযুক্ত আবেদন) প্রেক্ষিতে অ্যাক্টের সেকশন ১৯(৪) এর অধীন সমন/নোটিশ জারি করতে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

অ্যাক্টের সেকশন ১৯ এর সাব-সেকশন (৪) অনুযায়ী, আপনাকে, অর্থাৎ বিবাদীদের নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে:

- সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে যে কেন প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করা হবে না;
- মূল আবেদনের ৩এ সিরিয়াল নম্বরে আবেদনকারী কর্তৃক নির্দিষ্ট করা সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে;
- সম্পত্তি সংযুক্তির আবেদনের শুনানি এবং নিষ্পত্তি মুলতবি থাকা অবস্থায়, মূল আবেদনের ৩এ সিরিয়াল নম্বরে প্রকাশিত সুরক্ষিত সম্পদ বা উক্ত অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করা বা সেগুলি হস্তান্তর করা থেকে আপনাকে বিরত রাখা হলো;
- ট্রাইবুনালের পূর্বানুমতি ছাড়া আপনি যে সমস্ত সম্পদের উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি হয়েছে এবং/অথবা মূল আবেদনের ৩এ সিরিয়াল নম্বরে নির্দিষ্ট বা প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি, আপনার ব্যবসার স্বাভাবিক গতিধারা ব্যতীত, বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না;
- ব্যবসার স্বাভাবিক গতিধারায় সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় করে অর্জিত বিক্রয়লব্ধ আয়ের হিসাব রাখতে এবং এই ধরনের সম্পদের উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট ধারণকারী ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা অ্যাকাউন্টে উক্ত বিক্রয়লব্ধ আয় জমা দিতে আপনি বাধ্য থাকবেন।

আপনাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে আবেদনকারীকে তার একটি অনুলিপি প্রদান করে লিখিত জবাব (লিখিত স্টেটমেন্ট) দাখিল করতে হবে এবং **০১.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায়** রেজিস্টারের সমক্ষে হাজির হতে হবে, অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনটি শুনানি করা হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এই তারিখ: ০৪.০৮.২০২৬ এ আমার স্বাক্ষর এবং এই ট্রাইবুনালের সীলমোহর দিয়ে প্রদান করা হলো।

স্বা/-

রেজিস্ট্রার

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২

জীবন সুধা বিল্ডিং, ৭ম ফ্লোর,

৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

কেস নং আরসি/১০/২০১৮

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম শ্রী নগেন্দ্রনাথ সামন্ত

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এলডি. রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা কর্তৃক প্রদত্ত **২৪.০৬.২০২৬** তারিখের আদেশ অনুসারে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে:

১. মৌজা- চকদহ, জে.এল. নং- ৩২৩, এল.আর. প্লট নং- ৭ এবং ৮, খতিয়ান নং- ২২৯৫, এল.আর. খতিয়ান নং- ২২০৬/১, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত প্রায় ২১ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

২. মৌজা- চকদহ, জে.এল. নং- ৩২৩, তৌজি নং- ৯২১, এল.আর. প্লট নং- ৯, খতিয়ান নং- ৬৭০, ৯৭২, এল.আর. খতিয়ান নং- ২২০৫, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত প্রায় ১৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

৩. মৌজা- দেরিয়াচক, জে.এল. নং- ৩১৮, এল.আর. প্লট নং- ৬০৪, খতিয়ান নং- ১২২২, ১৩৯০, ১৯৫৫, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৩২০, থানা- কোলাঘাট, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত প্রায় ২০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

পাবলিক নিলামের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে ই-অকশনের মাধ্যমে এবং এটি ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা এর অনুকূলে শুধুমাত্র ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের @ ১০% বায়না অর্থ জমা করতে হবে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাঙ্কের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে উক্ত অর্থাঙ্ক সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পরে বিক্রয় আয়ের ২৫% জমা দিতে হবে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে, যদি পরের দিন ছুটি বা রবিবার হয় তবে ১ম কার্যদিবসে, ব্যর্থ হলে বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। যে সংরক্ষিত মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল **সম্পত্তি নং ১ এর জন্য ১২,৬৬,০০০/- টাকা (বারো লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা মাত্র), সম্পত্তি নং ২ এর জন্য ৩,৮২,৫০০/- টাকা (তিন লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) এবং সম্পত্তি নং ৩ এর জন্য ৩০,৭৭,০০০/- টাকা (ত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা মাত্র)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১% হবে বিড বর্ধিত পরিমাণ। অন্যান্য শর্তাবলী ০৬.০৮.২০২৬ তারিখের আরসি/১০/২০১৮ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণা অনুসারে একই থাকবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই-অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **১৪.০৯.২০২৬ তারিখে বিকাল ৩.০০ টা** থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত ৩ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ অনুষ্ঠিত হবে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net**-তে। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং ১১.০৯.২০২৬ তারিখে বা তার আগে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে তাদের বায়না অর্থ এবং অফার সহ নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে, যা কলকাতায় প্রদেয়। তবে নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটির জন্য নিম্ন-স্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।

অন-লাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশনা সহ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে ই-নিলাম প্রদানকারী কোম্পানি দ্বারা, যদি থাকে, লগইন করার জন্য পাঠানো হবে।

অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ- ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড, মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল- **support@auctiontiger.net**।

আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত পদ্ধতি, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং ই-নিলামের ক্ষেত্রে অন্য কোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net** দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন- **শ্রী বিশ্বজিৎ রায়, মোবাইল নং ৯৭৪৮৪২২৭৩৩-এর সঙ্গে।**

স্বা/-

স্থান: কলকাতা **রিকভারি অফিসার**

তারিখ: ০৬.০৮.২০২৬ **ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২, কলকাতা**

ফর্ম এ

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৬)

আর্থার টার্নকি প্রজেক্টস লিমিটেডের পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	আর্থার টার্নকি প্রজেক্টস লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিগমবদ্ধ হওয়ার তারিখ	১৪.০৩.২০০৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা নিগমবদ্ধ/নিবন্ধিত	আরওসি পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নং	U45204WB2008PLC124166
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	৪এইচ, ইলেকট্রনিক সেন্টার ১/১এ, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২
৬.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	০৪.০৮.২০২৬ তথ্য প্রাপ্ত হয়েছে ০৫.০৮.২০২৬ তারিখে
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার আনুমানিক তারিখ	৩১.০১.২০২৭ অর্থাৎ সিআইআরপি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কর্মরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম এবং নিবন্ধন নম্বর	অভিত কুমার সিং, IBBI/IPA-001/IP-P02380/2021-22/13564
৯.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেইল	অভিত কুমার সিং, abhit1981@hotmail.com অভিত কুমার সিং, ২৮৯ জিটি রোড, বিষ্ণু বাটিকা, ব্লক-৪, ফ্ল্যাট ১এ, বেলুড়, হাওড়া-৭১১২০২
১০.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারযোগ্য ঠিকানা এবং ই-মেইল	অভিত সিং অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ২বিটিএম সরণি, গোবিন্দ ভবন, ৭ম ফ্লোর, রুম নং ১১ডি, কলকাতা-৭০০০০১ cirp.arthurturnkeyprojects@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৮.০৮.২০২৬ অর্থাৎ আইআরপি নিয়োগের তারিখ ০৪.০৮.২০২৬ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে
১২.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিরূপিত ধারা ২১-এর উপ-ধারা (৬এ)-এর ক্লজ (বি)-এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণি, যদি থাকে শ্রেণির নাম	প্রযোজ্য নয়
১৩.	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	১. প্রযোজ্য নয় ২. ৩.
১৪.	ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ:	ওয়েব লিঙ্ক : https//ibbi.gov.in/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা : পয়েন্ট ১০-এর মতো একই।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল ০৪.০৮.২০২৬ তারিখে আর্থার টার্নকি প্রজেক্টস লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে।

আর্থার টার্নকি প্রজেক্টস লিমিটেড-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা ক্র. নং ১০-এর বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের কাছে ১৮.০৮.২০২৬ তারিখের মধ্যে বা তার আগে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত পাওনাদাররা ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ দাবি জমা দিতে পারবেন।

দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তির প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা আরোপ করা হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের নাম এবং স্বাক্ষর — অভিত কুমার সিং

তারিখ এবং স্থান — ০৬.০৮.২০২৬/কলকাতা

ফর্ম জি

আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ

পশ্চিমবঙ্গে ট্রেডিং ইন্ডাস্ট্রিতে কার্যরত সোয়াল লিমিটেড-এর জন্য

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ-এর উপ-রেগুলেশন (১)-এর অধীনে)

ক্র.নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম সহ প্যান এবং সিআইএন/এলএলপি নং	**মেসার্স সোয়াল লিমিটেড** **CIN:** L65993WB1981PLC033711 **PAN:** AAHCS5978F
২.	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	**নিবন্ধিত কার্যালয়:** ১/১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	নেই
৪.	অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ যেখানে অবস্থিত সেই স্থানের বিবরণ	নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার স্থাপিত ক্ষমতা	নেই
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ এবং মূল্য	নেই
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	নেই
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ) সহ অন্যান্য বিবরণ এবং পাওনাদারদের তালিকা এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ:	আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা রেজলিউশন প্রফেশনালের সাথে cirp.swallimited@gmail.com -এ ইমেল করে যোগাযোগ করতে পারেন
৯.	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ)-এর অধীনে রেজলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ:	আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা রেজলিউশন প্রফেশনালের সাথে cirp.swallimited@gmail.com -এ ইমেল করে যোগাযোগ করতে পারেন
১০.	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	২২-০৮-২০২৬
১১.	সম্ভাব্য রেজলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	০১-০৯-২০২৬
১২.	অস্থায়ী তালিকার প্রতি আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৬-০৯-২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য রেজলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	১৬-০৯-২০২৬
১৪.	সম্ভাব্য রেজলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারির তারিখ	২১-০৯-২০২৬
১৫.	রেজলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২১-১০-২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশ জমা দেওয়ার জন্য প্রসেস ইমেল আইডি	**ইমেল (প্রসেস নির্দিষ্ট)-** cirp.swallimited@gmail.com

শ্রী নীরজ জৈন

রেজলিউশন প্রফেশনাল

মেসার্স সোয়াল লিমিটেড (সিআইআরপি-এর অধীনে)

আইবিবিআই রেজিঃ নং: IBBI/IPA-001/IP-P01067/2017-2018/11758 | এএফএ বৈধতা: ৩০ জুন, ২০২৭

ঠিকানা: ইউনিট ১, ১৪তম ফ্লোর, চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

তারিখ: ০৭-০৮-২০২৬

স্থান: কলকাতা **ইমেল আইডি (প্রসেস নির্দিষ্ট): cirp.swallimited@gmail.com**

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

CIN- L34103WB1942PLC018967

টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৯৩২ ইমেল- hmcosecy@hindmotor.com ওয়েবসাইট- www.hindmotor.com

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকর আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকার অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয়	৯৪	৫০৪	১,২২৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	২৭	৩৯০	৮৩০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	২৭	(৪৪৫)	(৫)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	২২	(৪২৯)	(২)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৪২	(৪০০)	১৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাণ ব্যতীত)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার)			
মৌলিক এবং মিশ্রিত :	০.০১	(০.২০)	০.০০

দ্রষ্টব্য :

১. ৬ অগাস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।

২. ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com -তে।

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড -এর পক্ষে

স্বা/-

(উত্তম বোস)

ডিরেক্টর

তারিখ : ৬ অগস্ট, ২০২৬

স্থান : কলকাতা

মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেড

(পূর্বতন মেগাথার্ম ইন্ডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)

CIN : L31900WB2010PLC154236

নিবন্ধিত কার্যালয়: প্লট এল-১, ব্লক জিপি, ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১

ফোন: ০৩৩৪০৮৮৬২০০ ই-মেইল: cs@megatherm.com ওয়েবসাইট: https://megatherm.com

১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **শনিবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২:৩০ টায়** ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ভিসি/ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে কোম্পানির ১৬তম এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য বিবেচিত স্থান অর্থাৎ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলারসমূহ অনুসারে, কোম্পানিগুলিকে একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে এজিএম অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত সার্কুলারসমূহ মেনে, এজিএম ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

১৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা ৩১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/আরটিএ-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ যেখানে উপলব্ধ আছে তার সঠিক পাথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি(গুলি)/আরটিএ-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলী

১. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ (সংশোধিত) এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ (সংশোধিত) এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলারসমূহের বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ সম্পাদিতব্য বিষয়াদির সাপেক্ষে রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানি অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকারের সুবিধার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। একজন সদস্য কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের পাশাপাশি এজিএম-এর তারিখে সভায় ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা এনএসডিএল কর্তৃক প্রদান করা হবে।

২. রিমোট ই-ভোটিং পর্ব বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ (সকাল ৯:০০ টা আইএসটি) শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬ (বিকেল ৫:০০ টা আইএসটি) শেষ হবে। এরপর ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেবে। রেকর্ড তারিখ (কাট-অফ তারিখ) অর্থাৎ শনিবার, ২২ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টার/বেনিফিশিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে যে সকল সদস্যদের নাম থাকবে, তারা বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ২২ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে।

৩. যে সকল সদস্য সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তাদের জন্য এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের সুবিধা উপলব্ধ করা হবে।

৪. যে সকল সদস্য এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেবেন এবং এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন, তারা এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৫. যে সকল সদস্য ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর পর এবং কাট-অফ তারিখের আগে শেয়ার অর্জন করেছেন, তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৬. রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলীও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

৭. কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০ অনুযায়ী, এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://megatherm.com-এ আপলোড করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com থেকেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ।

৮. ভোটদান প্রক্রিয়া একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে যাচাই করার জন্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস মেসার্স অঞ্জন কুমার রায় অ্যান্ড কোং, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (মেম্বারশিপ নং: FCS 5684 এবং সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিস নং: 4557)-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

৯. এজিএম-এ ই-ভোটিং শেষ হওয়ার পর স্ক্রুটিনাইজার এজিএম-এ প্রদত্ত ভোট এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট যাচাই করবেন, একটি একত্রিত স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট তৈরি করবেন এবং তা চেয়ারপার্সন বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত কোনো ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন, যিনি তাতে প্রতিস্বাক্ষর (countersign) করবেন এবং এজিএম শেষ হওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে ভোটের ফলাফল (একত্রিত) ঘোষণা করবেন। ফলাফল চেয়ারপার্সন এবং তার অনুপস্থিতিতে চেয়ারপার্সন কর্তৃক অনুমোদিত কোম্পানির কোনো ডিরেক্টর/অফিসার কর্তৃক ঘোষণা করার পর অবিলম্বে স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টসহ ভোটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে (https://megatherm.com), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) প্রকাশ করা হবে।

১০. কোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস' (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, ভিভিপি-কে evoting@nsdl.com-এ ই-মেইলের মাধ্যমে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে

মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেড-এর পক্ষে

(CIN : L31900WB2010PLC154236)

স্বা/-

(অবন্তী সাহা বসু)

স্থান: কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ: ৬ আগস্ট, ২০২৬ — মেম্বারশিপ নং A69276

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয় : ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউস, রুম নং ৫, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১

কর্পোরেট কার্যালয় : ৪র্থ ফ্লোর, শালীন বিল্ডিং, নেহেরু ব্রিজ কর্নারের কাছে, আশ্রম রোড, আহমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৯, গুজরাট

টেলিফোন : ০৩৩ -২২৩০১১৫৩, CIN No : L63090WB1989PLC099645

ইমেল : cs.legal.frontline@gmail.com, www.frontlinecorporation.org

বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে, আমরা আপনাদের জানাতে চাই যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা শুক্রবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, **৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ১ম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফল** বিবেচনা এবং গ্রহণ করার জন্য।

পরিচালক, প্রোমোটার, মনোনীত ব্যক্তি এবং পরিচালক, প্রোমোটার, মনোনীত ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয় এবং তাদের সংযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো ১লা জুলাই, ২০২৬ থেকে ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য অনিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশে

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

স্থান : আহমেদাবাদ **এস কে ভার্মা**

তারিখ : ০৬.০৮.২০২৬ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২

জীবন সুধা বিল্ডিং, ৭ম তল,

৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

কেস নং টিআরসি/৪/২০২৬

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম গ্রাফাইট ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড ও অন্যান্য

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এলডি. রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা কর্তৃক প্রদত্ত **২২.০৭.২০২৬** তারিখের আদেশ অনুসারে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে:

"২.৭৬ কাঠা পরিমাপের বা সামান্য কমবেশি আবাসিক প্লট নং ৭১, যা বৃহত্তর প্লটের একটি বিভক্ত ও সীমানাযুক্ত অংশ এবং তার উপর অবস্থিত ১০০ বর্গফুট শেড সহ মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৪/২কে/৭১, হো চি-মিন সরণি, থানা- বেহালা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ২০১২ সালের দলিল নং ০০৯৯৮ হিসাবে বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ১২৯১ থেকে ১৩০৩-এ নিবন্ধিত ডিড অফ অ্যাসাইনমেন্ট-এর একটি জেরক্স সার্টিফায়েড কপি"।

পাবলিক নিলামের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে ই-অকশনের মাধ্যমে এবং এটি ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা এর অনুকূলে শুধুমাত্র ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের @ ১০% বায়না অর্থ জমা করতে হবে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাঙ্কের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে উক্ত অর্থাঙ্ক সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পরে বিক্রয় আয়ের ২৫% জমা দিতে হবে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে, যদি পরের দিন ছুটি বা রবিবার হয় তবে ১ম কার্যদিবসে, ব্যর্থ হলে বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। যে সংরক্ষিত মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল **৯৫,৩০,০০০/- টাকা (পঁচানব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১% হবে বিড বর্ধিত পরিমাণ। অন্যান্য শর্তাবলী **০৪.০৮.২০২৬** তারিখের টিআরসি/৪/২০২৬ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণা অনুসারে একই থাকবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই-অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **১১.০৯.২০২৬** তারিখে বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত ৩ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ অনুষ্ঠিত হবে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net** -তে। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং **০৯.০৯.২০২৬** তারিখে বা তার আগে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে তাদের বায়না অর্থ এবং অফার সহ নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে, যা কলকাতায় প্রদেয়। তবে নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।

অন-লাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশনা সহ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে ই-নিলাম প্রদানকারী কোম্পানি দ্বারা, যদি থাকে, লগইন করার জন্য পাঠানো হবে।

অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ- ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড, মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, **ই-মেইল- support@auctiontiger.net**।

আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত পদ্ধতি, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং ই-নিলামের ক্ষেত্রে অন্য কোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট- http://drt.auctiontiger.net দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন- **শ্রীমতী পারমিতা ব্যানার্জী, ফোন নং ৯০৫১৯৩৫৭৯৫** -এর সঙ্গে।

স্বা/-

স্থান: কলকাতা **রিকভারি অফিসার**

তারিখ: ০৪.০৮.২০২৬ **ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২, কলকাতা**

KCI

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: "কেসিআই প্লাজা", ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

ফোন: (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN : L24110WB1960PLC024910

ই-মেইল: investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট: www.kanoriachem.com

৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("এ্যাক্ট") এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এবং এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার, যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো যথাক্রমে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং ০৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 ("সার্কুলারসমূহ")-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে, কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যদের **৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)**-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই সভা ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে ("নোটিশ"), যা কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় অর্থাৎ "কেসিআই প্লাজা", ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০১৯-এ অনুষ্ঠিত বলে গণ্য করা হবে।

উপরে উল্লিখিত সার্কুলারসমূহ মেনে, ৬৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কোম্পানির সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(সমূহ)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। ৬৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট : এজিএম বিজ্ঞপ্তি https://a.storyblok.com/f/209886/x/d23d55b3d6/notice-of-66th-annual-general-meeting.pdf বার্ষিক প্রতিবেদন- https://a.storyblok.com/f/209886/x/cbb010a6f0/year- 2025-26.pdf এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ("এনএসই")-এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল")-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। যে সকল সদস্য কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (সমূহ)-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি (ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্য সহ), তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের লগইন বিবরণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের ৩ দিনের মধ্যে তা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে:-

i. ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) ই-মেইলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড -কে investor_helpdesk@ in.mpms.mufg.com-এ প্রদান করুন।

ii. ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে ডিপিআইডি-সিএলআইডি (১৬ ডিজিটের ডিপিআইডি + সিএলআইডি অথবা ১৬ ডিজিটের বেনিফিশিয়ারি আইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা কনসোলিডেটেড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের কপি, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-কে investor_helpdesk@in.mpms.mufg.com-এ প্রদান করুন।

আইনের ধারা ১০৮ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ, সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস-২ এবং সময় সময় সংশোধিত লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ৬৬তম এজিএম-এ পাস করার জন্য প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলির ওপর রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এবং এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম-এ ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদানের সংস্থা হিসেবে এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিশিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে যে সকল সদস্যদের নাম থাকবে, কেবল তারাই রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দিতে পারবেন। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর কাছে আগে থেকেই নিবন্ধিত থাকেন, তবে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। কাট-অফ তারিখে যিনি সদস্য নন, তার এই এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য করা উচিত।

সদস্যদের তাদের রিমোট ই-ভোটিং ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডার/সদস্য লগইন-এর অধীনে https://www.evoting.nsdl.com-এ লগইন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যরা সভা শুরুর নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিং পর্ব রবিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ (সকাল ৯:০০ টা) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ৫:০০ টা) শেষ হবে। এরপর ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেবে। যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তাদের সভায় বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দিতে সক্ষম করার জন্য এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে।

এছাড়াও, কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ৩১ জুলাই ২০২৬ তারিখে যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি/ডিপোজিটরি/কোম্পানির আরটিএ-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকার যোগ্য হবেন। তবে, তারা সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না।

সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং/এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এজিএম-এর আগে বা এজিএম চলাকালীন কোনো সহায়তার প্রয়োজন হলে সদস্যরা টোল ফ্রি নম্বর: ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০-এ কল করতে পারেন বা শ্রী প্রীতম দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-কে pritamd@nsdl.com / evoting@nsdl.com-এ ই-মেইলের মাধ্যমে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে

প্রতিভা জয়সওয়াল

তারিখ : ৬ আগস্ট, ২০২৬ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

স্থান : কলকাতা **মেম্বারশিপ নং: ACS 33981**

প্রতিদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই!

বাসের ছাদে যাত্রী চলাচল, নীরব আরামবাগ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাসের ছাদে 'জলযাত্রী'! মৃত্যুঝুঁকি নিয়েই চলছে যাত্রী পরিবহন। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন এলাকার মানুষের। বাসের ছাদে যাত্রী তোলা ও বহন করা আইনত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবুও সেই আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়েই আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন রুটে দিনের পর দিন চলছে বাসের ছাদে যাত্রী পরিবহন। বিশেষ করে তারকেশ্বর-আরামবাগ এবং আরামবাগ-তারকেশ্বর রুটে এই ছবি এখন প্রায় নিত্যদিনের। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠলেও পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ, অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামলাতে বহু বাসের ছাদে যাত্রী তোলা হচ্ছে। বর্ষার দিনে ভেজা ছাদে বসে বা দাঁড়িয়ে যাত্রা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হলেও, সেই ঝুঁকিকেই সঙ্গী করে প্রতিদিন গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন বহু মানুষ। অনেকেই এই যাত্রীদের 'জলযাত্রী' বলেও কটাক্ষ করছেন। সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে আরামবাগের পল্লীশ্রী এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদীর উপর অবস্থিত রবীন্দ্র সেতু পার হওয়ার সময়। সেতুর লোহার গার্ডার অত্যন্ত নিচু হওয়ায় বাসের ছাদে থাকা যাত্রীদের মাথা বাঁচাতে শুয়ে পড়তে হচ্ছে। সামান্য অসাবধানতাও বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এই সময় বাসচালকদেরও অত্যন্ত ধীর গতিতে গাড়ি চালাতে হয়। ফলে সেতুর দুই প্রান্তে দীর্ঘ যানজট তৈরি হচ্ছে। প্রতিদিন অসংখ্য সাধারণ মানুষকে সেই যানজটের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। অথচ এই বিপজ্জনক চিত্রের পরেও প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারি বা নিয়মিত অভিযান চোখে পড়ছে না বলেই অভিযোগ। যদিও বিষয়টি নিয়ে আরামবাগের এসডিপিও সন্দীপ নন্দী বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সবমিলিয়ে এখন দেখার, প্রশাসনের এই আশ্বাস কত দ্রুত বাস্তবে রূপ পায়। কারণ স্থানীয়দের একটাই দাবি, কোনও নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটার আগেই বাসের ছাদে যাত্রী পরিবহনের এই বিপজ্জনক প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হোক।

আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ সহ ধৃত হেরোইন কারবারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ-সহ কুখ্যাত হেরোইন কারবারিকে গ্রেপ্তার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ও জীবন্ত কার্তুজ-সহ দীর্ঘদিনের কুখ্যাত হেরোইন কারবারিকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধর্মপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাভাইপুর ঘাটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ফিরোজ মণ্ডল (৫০)-কে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে সাভাইপুর মনিগ্রাম-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় হিরোইনের অবৈধ কারবার চালিয়ে আসছিল সে। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটি জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাদক কারবারের অভিযোগে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই জনরোষ ছিল। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পেশ করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভেহিকেলের জন্য এক নিলামের ব্যবস্থা করেছে।

বিক্রয়ের জন্য ভেহিকেলসমূহ

১) মডেল নং : ALDOSTPLUS
ভেহিকেল নং : WB15E2126
ওয়াইওএম : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৪৮০১৬৮

২) মডেল নং : TATA LPT 3118 /52 COWL CHASSIS GOODS
ভেহিকেল নং : WB17C2333
ওয়াইওএম : ২০২৫
সংরক্ষিত মূল্য : ২২৮১৫০০

৩) মডেল নং : CB_TATA_ ACE_GOLD
ভেহিকেল নং : WB11G0218
ওয়াইওএম : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৫৫৪৯৫.৪৩২৫

৪) মডেল নং : E3025CBGD1
ভেহিকেল নং : WB39B0961
ওয়াইওএম : ২০১৫
সংরক্ষিত মূল্য : ১৫৫৫৮৭.৯৪১২

৫) মডেল নং : SIGN5530FB
ভেহিকেল নং : WB93B6974
ওয়াইওএম : ২০২৫
সংরক্ষিত মূল্য : ৩২১৭৫০০

৬) মডেল নং : BOLERO
ভেহিকেল নং : Wb136933
ওয়াইওএম : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৫৩৭৫৫৭.৫৫৩

৭) মডেল নং : DOST_GOODS
ভেহিকেল নং : WB19M2943
ওয়াইওএম : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৪৯৩৩৩০.৫

৮) মডেল নং : AL_3118
ভেহিকেল নং : WB39B2932
ওয়াইওএম : ২০১৬
সংরক্ষিত মূল্য : ৪১৩৭৪২.৬৯৭

৯) মডেল নং : AL_GC3520
ভেহিকেল নং : WB39C2938
ওয়াইওএম : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ১৬১১০৯০

১০) মডেল নং : TACEGOLDSL
ভেহিকেল নং : Wb496233
ওয়াইওএম : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৯৩০৭৭.৮৮

১১) মডেল নং : AL_3118
ভেহিকেল নং : WB39B2935
ওয়াইওএম : ২০১৬
সংরক্ষিত মূল্য : ৪৪৯৭২০.৩২২৯

১২) মডেল নং : VE3015_PRO
ভেহিকেল নং : WB29C1678
ওয়াইওএম : ২০২২
সংরক্ষিত মূল্য : ১২৬৯৯১৩.৩২

১৩) মডেল নং : CB_EICHER PRO 6031 GOODS
ভেহিকেল নং : WB25J1431
ওয়াইওএম : ২০১৮
সংরক্ষিত মূল্য : ৬০৮৯৪১.৪৩৪২

দায়বদ্ধ :
মেসার্স কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক লি., বিক্রয় অধীন **"যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"**। আগ্রহী পক্ষগণ তাদের কোটেশন দিতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে।

কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক লি.,
২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,
বি ব্লক, কলকাতা - ৭০০০১৬
বা
যোগাযোগ :
গৌতম সাহা :
৯৮৩৬১০৯৩১৭/
সুমিত বর্মা :
৯৮৭৫৪০৪৮৪৭

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার, বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভিআইপি রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪, ই-মেইল আইডি: sbi.15342@sbi.co.in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ব্যাঙ্ক থেকে তাঁদের প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার আসল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এমন নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / গ্যারান্টার। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি পরিবেশন না করেই ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং সেই হিসাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারী / গ্যারান্টারের নাম ও ঠিকানা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতী অঞ্জলি মল্লিক** আইনি উত্তরাধিকারী এবং প্রয়াত দীপক মল্লিক-এর স্ত্রী (বর্তমানে মৃত) ঠিকানা: রঙ্গাপুর, পোঃ - নীলগঞ্জ বাজার, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১২১। ২. **শ্রী দীপঞ্জন মল্লিক** আইনি উত্তরাধিকারী এবং প্রয়াত দীপক কুমার মল্লিক-এর পুত্র (বর্তমানে মৃত) ঠিকানা: রঙ্গাপুর, পোঃ - নীলগঞ্জ, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১২১। ৩. **গ্যারান্টার: প্রদীপ মজুমদার,** প্রয়াত রামপদ মজুমদারের পুত্র, ঠিকানা: গ্রাম- রঙ্গাপুর, পোঃ- নীলগঞ্জ বাজার, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২১। **লোন এ/সি নং: ১১২১৭২৭৭৮২৯ (এইচবিএল)**	মৌজা রঙ্গাপুর, জে.এল. নং ১২, রে. সা. নং- ১৯৩, তৌজি নং- ১৪৬, দাগ নং ৭৫, খতিয়ান নং- ১২০, এল.আর. খতিয়ান নং- ২০১, পোঃ- নীলগঞ্জ বাজার, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২১-এ অবস্থিত এবং **১৯৯৯ সালের I-১৩৪৩ নম্বর দলিল** মূলে প্রাপ্ত, ৩০০ বর্গফুট সিমেন্টের ছাদযুক্ত বারান্দা এবং ২০০ বর্গফুট অ্যাসবেস্টস ছাদযুক্ত বিল্ডিং সহ প্রায় ০৩ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা: উত্তরে:** জামাত আলীর বাড়ি; **দক্ষিণে:** সরকারি রাস্তা; **পূর্বে:** আহমেদ আলীর বাড়ি; **পশ্চিমে:** আব্দুল আজিজের বাড়ি। **সম্পত্তিটি দ্বিজেন্দ্র নাথ মল্লিকের পুত্র দীপক কুমার মল্লিকের নামে রয়েছে।**	**১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশের তারিখ ৩১.০৭.২০২৬** **এনপিএ -এর তারিখ ০৯.১০.২০২৪**	**লোন এ/সি নং: ১১২১৭২৭৭৮২৯ (এইচবিএল)** **৪,৪৭,৫১৯.০০ টাকা** (চার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো উনিশ টাকা মাত্র) **২২.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী। এছাড়াও আপনি উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি দিতে বাধ্য থাকবেন।

সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

নোটিশের বিকল্প পরিবেশনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / গ্যারান্টারকে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কলকাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
সাগরদিঘি শাখা
লালগোলা মহারাজা রোড, পোঃ - রঘুনাথগঞ্জ
থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-IV এ [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাগরদিঘি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাগরদিঘি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর বকেয়া **৬৫,১৮,৫২৬.০০ টাকা** (পঁয়ষট্টি লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশো ছাব্বিশ টাকা মাত্র) যা **০৬.০৮.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়ের জন্য **শ্রী আজারুল হক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা- নজরুল হক, গ্রাম- পোপাড়া, সাগরদিঘি, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২২৬ -এর থেকে আদায়ের লক্ষ্যে **১৫.০৯.২০২৬** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে যা আছে'** এবং **'যাই থাক না কেন'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো:

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিওরড ক্রেডিটরের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. **শ্রী আজারুল হক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা- নজরুল হক গ্রাম- পোপাড়া, সাগরদিঘি, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২২৬ ২. **শ্রীমতী জেসমিন বিবি (গ্যারান্টার)** স্বামী- আজারুল হক গ্রাম- পোপাড়া, সাগরদিঘি, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২২৬ খ) সাগরদিঘি শাখা	০৭.০৩.২০০৩ তারিখের উপহার দলিল নং I-১৫২৫/২০০৩ এবং ১৮.০২.২০০৪ তারিখের ১-২৭৮৮/২০০৪ অনুযায়ী **শ্রী আজারুল হকের নামে** থাকা জমি এবং তার উপর থাকা বিল্ডিং সহ ৯.০০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির অংশবিশেষ, যা মৌজা- পোপাড়া, থানা- সাগরদিঘি, জে.এল. নং ৮৮, খতিয়ান নং এলআর ২৬৫৯, দাগ নং এলআর ২৯৫৭-এর অধীনে অবস্থিত। জমির প্রকৃতি: বাড়ি। **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: রাহেদ সেখ-এর সম্পত্তি, দক্ষিণে: মঙ্গল প্রামানিক-এর সম্পত্তি, পূর্বে: পিচ রাস্তা, পশ্চিমে: ডঃ চাঁদসী-র সম্পত্তি।	**৬৫,১৮,৫২৬.০০ টাকা** (পঁয়ষট্টি লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশো ছাব্বিশ টাকা মাত্র) **০৬.০৮.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়	ক) **৫০,২৪,০০০.০০ টাকা (*)** (পঞ্চাশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) **৫,০২,৪০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ দুই হাজার চারশো টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB11302262816** ঙ) **ব্যাঙ্কের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৫.০৯.২০২৬, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত।
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর হেল্পডেস্ক নং 8291220220,** ই-মেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এ নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং 82912 20220** এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের ওয়েবসাইটে (https://baanknet.com) সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় উপরে উল্লেখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ)-এর প্রতিও।

তারিখ: ০৬.০৮.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: সাগরদিঘি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

GIC HOUSING FINANCE LTD. জিআইসি হাউজিং ফাইনান্স লি.
রেজিঃ অফিস - রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বাই-৪০০ ০২০। **শাখা অফিস (বারাসাত শাখা)**- ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন - ৭০০ ১২৭। **শাখা অফিস (গড়িয়া শাখা)**- ২১, গড়িয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসান, বারহাঁস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০ ০৮৪। **শাখা অফিস (কলকাতা শাখা)**- ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি.বি.ডি বাগ, রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন - ৭০০ ০০১। **শাখা অফিস (দুর্গাপুর)** - এমএনএভি-২০, নর্থ অ্যাভিনিউ, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ২১৬।

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
বিষয় - সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সাব-রুল (১) অধীনে দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নে বর্ণিতমতো তাদের স্ব-স্ব তারিখে ইসু করা দাবি নোটিস অনুসারে নিম্নোক্ত নামীয় আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের স্ব-স্ব নোটিস পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানান। আপনারা /ঋণগ্রহীতারা সবাই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং জিআইসিএইচএফএল সারফেইসি আইন, ২০০২ -এর ও তদধীন রুলস-এর সঙ্গে পঠিত ১৩ ধারা এবং (৪) উপধারার বিধানাবলি অধীনে প্রদত্ত অধিকার ও তা প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিতমতো জামিনযুক্ত পরিসম্পদ-এর **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন:

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের নাম / লোন ফাইল নং / শাখার নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দখলের তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমান (টাকায়)
১.	**শ্রী নির্মল বর্মণ এবং শ্রীমতী কবিতা বর্মণ WB0770600000660 (বারাসাত শাখা অফিস)**	মৌজা শ্যামপুর শ্রীপুর, জে.এল. নং ৩৪, তৌজি নং ১৭, আর.এস. দাগ নং ৮৬, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৫, বর্তমান এল.আর. দাগ নং ১৩০, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪১, বর্তমান ২৬০ এবং ৪৮২-এর অধীনে অবস্থিত ৫ শতক পরিমাপের বা সামান্য কমবেশি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি শ্রীপুর, থানা গাইঘাটা, ইছাপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর চাঁদপাড়া-র অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। চৌহদ্দি: উত্তরে: উত্তম অধিকারীর সম্পত্তি; দক্ষিণে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; পূর্বে: নির্মল বর্মণ; পশ্চিমে: কার্তিক দাসের সম্পত্তি।	১৭.০২.২০২৬	০৫.০৮.২০২৬	১৫,৬৮,৯৬০/-
২.	**শ্রী সুশান্ত মন্ডল এবং শ্রীমতী শেফালী মন্ডল WB0770600000058 (বারাসাত শাখা অফিস)**	মৌজা বাঁশড়া-তে অবস্থিত আর.এস. দাগ নং ৫৯৪৩ এবং এল.আর. দাগ নং ৫৯৪৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮৫১, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭১৩, তৌজি নং ২০৮, জে.এল. নং ১৮১-এর অধীনে ৫০ শতক জমির মধ্যে ১৫ শতক পরিমাপের বা সামান্য কমবেশি বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে, থানা ক্যানিং, মাতলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে অবস্থিত। চৌহদ্দি: উত্তরে: নন্দ লাল মজুমদারের সম্পত্তি দ্বারা; দক্ষিণে: ব্রজেন্দ্র নাথ বর্মণের সম্পত্তি দ্বারা; পূর্বে: সতীশ মিস্ত্রির সম্পত্তি দ্বারা; পশ্চিমে: বিজয়া নন্দ মন্ডলের সম্পত্তি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা।	১৭.০২.২০২৬	০৬.০৮.২০২৬	৮,২১,০১০/-
৩.	**শ্রী নৃপেন মজুমদার এবং শ্রীমতী শাশ্বতী মজুমদার WB0770600000456 (বারাসাত শাখা অফিস)**	৬.৬০২ শতক পরিমাপের বা সামান্য কমবেশি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার উপর দ্বিতল পাকা ভবন অবস্থিত। এটি মৌজা-শিমুলিয়াপাড়া, জে.এল. নং ৫৫, তৌজি নং ১৭, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৭ এবং ১৩৫ (বর্তমানে ১১২৮)-এর অধীনে, হোল্ডিং নং ৯১০৪, শিমুলিয়াপাড়া, থানা- গাইঘাটা, শিমুলিয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর চাঁদপাড়া-র অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। **চৌহদ্দি:** উত্তরে অপূর্ব দে এবং চন্দ্রা দে-র সম্পত্তি দ্বারা; দক্ষিণে ইন্দ্রজিৎ মন্ডল এবং অভিজিৎ মন্ডলের সম্পত্তি দ্বারা; পূর্বে ৭ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা দ্বারা; পশ্চিমে রঞ্জিত পালের সম্পত্তি দ্বারা।	১৮.০৩.২০২৬	০৫.০৮.২০২৬	৩০,৭৬,৬২৭/-
৪.	**শ্রী রাজু বাঁশফোর এবং শ্রীমতী আভা বাঁশফোর WB0700610002093 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	বিজয় বীণা অ্যাপার্টমেন্ট নামক ভবনে অবস্থিত ৬২৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি প্রেমিসেস নং-এম-১৩, ফতেপুর ১ম লেন, মৌজা-গার্ডেনরিচ, আর.এস. দাগ নং- ২৯৩, ২৯৪ এবং ২৯৫, আর.এস. খতিয়ান নং-৮০, তৌজি নং-৬৭, জে.এল. নং-১০৮ (পূর্বে ১১৩), থানা- মেটিয়াবুরুজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০২৪-এ অবস্থিত। উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে: ফতেপুর ১ম লেন দ্বারা; দক্ষিণে: বিজন ঘোষের বাসভবন দ্বারা; পূর্বে: সাধারণ পথ দ্বারা; পশ্চিমে: জয়ন্ত ঘোষের বাসভবন দ্বারা।	২৪.০২.২০২৫	০৫.০৮.২০২৬	১৬,৬৭,৫৩৭/-
৫.	**শ্রী অসীম নস্কর এবং শ্রী তিতাস নস্কর WB0070610002297 (কলকাতা শাখা অফিস)**	১ম ফ্লোরে অবস্থিত ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ই-২ (তবে এটি দলিল অনুযায়ী ফ্ল্যাট নং সি হিসাবে পুনর্নামাঙ্কিত) এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। এটি হোল্ডিং নং ১২৩/বি, গোলপুকুর রোড, মৌজা বারুইপুর, জে.এল. নং ৩১, আর.এস. নং ৭১, তৌজি নং ২৫০, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৭১, আর.এস. দাগ নং- ৮২৩, থানা- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪৪-এ অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে - দাগ নং-৮২৩-এর প্লট নং এ এবং বি; দক্ষিণে - পালের বাড়ি; পূর্বে - মিউনিসিপ্যাল রোড; পশ্চিমে - ফাঁকা জমি।	০২.১২.২০২৫	০৬.০৮.২০২৬	১০,৩০,৪৮০/-
৬.	**শ্রী দেবজিৎ ঘোষ এবং শ্রীমতী শ্রাবণী ঘোষ WB0070610003490 (কলকাতা শাখা অফিস)**	১ম ফ্লোরে উত্তর দিকে অবস্থিত ১০৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ২০১ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। এটি হোল্ডিং নং ৯১/১ বাকসাড়া ভিলেজ রোড, মৌজা শিবপুর, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং- ৪১ এর মধ্যে, থানা - (পুরাতন) শিবপুর (নতুন) এজেসি বোস বি. গার্ডেন, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১১০-এ অবস্থিত। চৌহদ্দি: উত্তরে: বাকসাড়া ভিলেজ রোড; দক্ষিণে: ৯২ বাকসাড়া ভিলেজ রোড; পূর্বে: সাধারণ পথ; পশ্চিমে: ৯১ বাকসাড়া ভিলেজ রোড।	০২.১২.২০২৫	০৫.০৮.২০২৬	২৬,৮৫,৪৪২/-
৭.	**শ্রী ইন্দ্রনীল সিংহ এবং শ্রীমতী জয়া ভট্টাচার্য WB0460110002850 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	প্রায় ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির একটি প্লট। এটি মৌজা- লক্ষণবান্দি, জে.এল. ১৯, প্লট নং- আর.এস. এবং এল.আর.- ১৭৪/৬৬৮, খতিয়ান নং ২৮৪, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং- ৭২৭, (ঋণগ্রহীতা) এডিএসআর- শালতোড়া, থানা: মেজিয়া, জেলা- বাঁকুড়া, অর্ধগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি:- উত্তরে: অসিত কর্মকারের জমি দ্বারা; দক্ষিণে: ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা; পূর্বে: ১২ ফুট চওড়া পিচ রাস্তা দ্বারা; পশ্চিমে: কল্যাণ অধিকারীর বাড়ি দ্বারা।	২৭.০২.২০২৬	০৬.০৮.২০২৬	২২,২৯,৫৮০/-

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির **বাস্তবিক দখল** নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ বা তার যে-কোনও অংশ নিয়ে কাজ কারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ নিয়ে যে-কোনও কাজকারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থ জিআইসিএইচএফএল এর ধার্য সাপেক্ষ হবে যা **সম্পূর্ণ পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।**
জামিনযুক্ত পরিসম্পদ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬ স্বা/-
স্থান: কলকাতা জিআইসি হাউজিং ফাইনান্স লি.-এর পক্ষে, অনুমোদিত অফিসার

SBFC এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়: ইউনিট নং-১০৩, ১ম তল, সি অ্যান্ড বি স্কয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং-৯৫এ, ১২৭, অন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকলা, অন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই–৪০০০৫৯ |
টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ | ফ্যাক্স: +৯১ ২২ ২৬৭৮৭৫৩৩৪

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড** কর্তৃক **আগামী ২৪.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায়** বন্ধকী স্বর্ণালঙ্কারের প্রকাশ্যে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। নিলামে উঠতে যাওয়া স্বর্ণালঙ্কারসমূহ আমাদের সেসব গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা তাঁদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উক্ত ঋণগ্রহীতাদের যথারীতি নিলামের নোটিশ জারি করা হয়েছে। নিলামের জন্য নির্ধারিত স্বর্ণালঙ্কারসমূহ শাখাগুলোর নামসহ নিচে উল্লিখিত আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের বকেয়া পড়ে থাকা লোন অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত।

বারাসাত শাখা ঠিকানা: চম্পাদালী মোড়, বারাসাত, পোস্ট+থানা- বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, সেনকো গোল্ডের নিকট, বারাসাত - ৭০০১২৪ - AP00335615, AP00369393, AP00385690, AP00522805, AP00547108, AP00606783, AP00674011, AP00701111, AP00801746, AP00827632, AP00896188, AP00906604, AP00909033, AP00953199, AP00967081, AP00990056, AP01007291

ডালহৌসি শাখা ঠিকানা: স্টিফেন হাউস, ইউনিট নং- ৬ই, আর এন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা - ৭০০০০১ - AP00703342, AP00773293, AP00805243, AP00845458, AP00858167, AP00992155, AP00993448, AP01000844

দুর্গাপুর শাখা ঠিকানা: সুরেশ ম্যানশন, নাচন রোড, বেনচিতি, দুর্গাপুর - ৭১৩ ২১৩ (কোহিনূর রেস্তোরাঁর বিপরীতে) - AP00640372, AP00722485, AP00993856

গড়িয়া শাখা ঠিকানা: নং ৩, বোয়াল প্রধান সড়ক, ১ম তল, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৮৪, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ - AP00352511, AP00528967, AP00584804, AP00617577, AP00648733, AP00651114, AP00666389, AP00666608, AP00673519, AP00676623, AP00687079, AP00709822, AP00723241, AP00790214, AP00806901, AP00819471, AP00924948, AP00925899, AP00939970, AP00961723, AP00963734, AP00967738, AP00981163, AP00990598, AP00993816, AP01006717, AP01009014

হাবড়া শাখা ঠিকানা: ১ম তল, বিবেকানন্দ রোড, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কামারথুবা, পোস্ট + থানা - হাবড়া ৭৪৩২৬৩ - AP00806817, AP00953003, AP00953889, AP00961952, AP00964683, AP01013466, AP01020455

অধিকতর তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০ ১২ (এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকেই নিলামযোগ্য হিসাবের সংখ্যা পরিবর্তন এবং/অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।)

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি (১০২৬৪) ৩য় ফ্লোর, মিউনিসিপ্যাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের উদ্দেশ্যে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক তাদের বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে উক্ত রুলসের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন অর্থরাশি এবং তার উপর সুদের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে। **সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত/চার্জ করা সম্পত্তির বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা: শ্রী সামসুল হক সেখ পিতা- রেজাউল হক সেখ, গ্রাম- মিলিকপাড়া, পোস্ট- সিমডালি, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১৪১।	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম: শ্রী সামসুল হক সেখ,** পিতা- রেজাউল হক সেখ, গ্রাম- মিলিকপাড়া, পোস্ট- সিমডালি, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১৪১। বাঘার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- সিমডালি, জে.এল. নং: ৫০, এল.আর. খতিয়ান নং: ১৯৪২, প্লট নং: ২৪৬৪-এ অবস্থিত ০.০৪ একর পরিমাপের বাস্তু জমি এবং তার উপর অবস্থিত বিল্ডিং-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, থানা- বর্ধমান এবং জেলা- পূর্ব বর্ধমান। এটি জেলা- পূর্ব বর্ধমানের ডি.এস.আর-২, বর্ধমান-এর অফিসে **২০১৯ সালের I-১৯৭৩ নম্বর নিবন্ধিত গিফট ডিড** মূলে প্রাপ্ত। **সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- অন্যদের সম্পত্তি; দক্ষিণে- অন্যদের সম্পত্তি; পূর্বে- অন্যদের সম্পত্তি; পশ্চিমে- সাধারণ পথ।	০৬.০৫.২০২৬	০৪.০৮.২০২৬	**২০,৬০,১৬৩.০০ টাকা (কুড়ি লাখ ষাট হাজার একশো তেষট্টি টাকা মাত্র) [১১,৭২,১৫০.০০ টাকা (এইচবিএল) + ৩৪,৫৭৫.০০ টাকা (সুরক্ষা) + ৪,৬৫,৬৩৬.০০ টাকা (হোম টপ আপ) + ৩,৮৭,৮০২.০০ টাকা (হোম টপ আপ)] ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি।

তারিখ: ০৪.০৮.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: পূর্ব বর্ধমান **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি (১০২৬৪) ৩য় ফ্লোর, মিউনিসিপ্যাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের উদ্দেশ্যে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক তাদের বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে উক্ত রুলসের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন অর্থরাশি এবং তার উপর সুদের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে। **সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত/চার্জ করা সম্পত্তির বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা: শ্রী মল্লিক আকবর আলি পিতা- সৈয়দ আলি মল্লিক, গ্রাম- বান্টির, পোস্ট- বান্টির, থানা- রায়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১০৩। **এছাড়াও ঠিকানা:** বর্ধমান অ্যাপার্টমেন্ট-II, ফ্ল্যাট নং ৪এইচ, ৪র্থ ফ্লোর, বালিঘাট মোড়, জি.টি. রোড, পোঃ- রাজবাটি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০৪	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম: শ্রী মল্লিক আকবর আলি,** পিতা- সৈয়দ আলি মল্লিক। বর্ধমান অ্যাপার্টমেন্ট II নামক জি+৬ তলা বিশিষ্ট ভবনের ৪র্থ ফ্লোরে ৪এইচ নম্বর ১ বিএইচকে আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ফ্ল্যাটটি বালিঘাট মোড়, জি.টি. রোড, পোঃ- রাজবাটি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০৪-এ অবস্থিত, যার কভার্ড এরিয়া ৪২৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া-৫৫১ বর্গফুট) এবং সাথে জমির আনুপাতিক অংশ রয়েছে। এটি মৌজা- গোদা, জে.এল. নং ৪১, এল.আর. খতিয়ান নং- ১০৫৫৭, আর.এস. প্লট নং: ১০৬২, এল.আর. প্লট নং- ১১৬৯ এবং আর.এস. প্লট নং- ৬০৪, এল.আর. প্লট নং- ৮৬৬ এবং আর.এস. প্লট নং- ৬০০, এল.আর. প্লট নং- ৮৬১ (মোট প্রজেক্ট এরিয়া-২৮.২০ ডেসিমেল বা ১২৩৭১ বর্গফুট, শ্রেণী-বাস্তু, যার উপরে উক্ত ১ বিএইচকে ফ্ল্যাটটি অবস্থিত), থানা- বর্ধমান এবং জেলা- পূর্ব বর্ধমানের অধীনে অবস্থিত। এটি জেলা- পূর্ব বর্ধমানের ডি.এস.আর-২-এর অফিসে **২০২৪ সালের I-৬২৮ নম্বর দলিল** মূলে নিবন্ধিত।	০৬.০৫.২০২৬	০৪.০৮.২০২৬	**১৮,২৯,২৩৬.০০ টাকা (আঠারো লাখ উনত্রিশ হাজার দুইশো ছত্রিশ টাকা মাত্র) [১৬,৭৭,২৮৪.০০ টাকা (এইচবিএল) + ১,৫১,৯৫২.০০ টাকা (সুরক্ষা)] ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি।

তারিখ: ০৪.০৮.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: পূর্ব বর্ধমান **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রল বঁক আঁফ ইণ্ডিয়া Central Bank of India
আঞ্চলিক কার্যালয়: বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট
বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাদের উক্ত নোটিশগুলির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নীচে উল্লেখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত পরিমাণ(গুলি) এবং তার উপর সুদের জন্য **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের (সুরক্ষা সম্পত্তি) দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী উজ্জ্বল গিরি** প্রযত্নে ওমেগা অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং সি, ৩য় ফ্লোর দুর্গাচক, হলদিয়া **হলদিয়া শাখা।**	**ক) ০৬.০৫.২০২৬** **খ) ০১.০৮.২০২৬** **গ) ৩,২৬,৮৬১.৩৩ টাকা** (তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশো একষট্টি টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) (যা ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া মূল এবং সুদ উপস্থাপন করে) এবং **০৬.০৫.২০২৬** তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।	**সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ:** ইএম নং ২/১২৯ তারিখ ৩১.০৫.২০০৫, **শ্রী উজ্জ্বল গিরির নামে** দলিল নং ৩৬৬১ তারিখ ৩১.০৫.২০০৫।
২.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী সৌরভ বেরা** গ্রাম- দক্ষিণ গোবিন্দপুর পোঃ: শিবরাম নগর থানা- সুতাহাটা -১ জেলা: পূর্ব মেদিনীপুর পিন: ৭২১৬৩৫ **সহ-ঋণগ্রহীতা: শ্রী মধু সুদন বেরা** **হলদিয়া শাখা**	**ক) ০৩.০৬.২০২৬** **খ) ০৫.০৮.২০২৬** **গ) ২৩,৪৬,৪২২.৯৩ টাকা** (তেইশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশো বাইশ টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) (যা ০৩.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া মূল এবং সুদ উপস্থাপন করে) এবং **০৩.০৬.২০২৬** তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।	**সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ:** দক্ষিণ গোবিন্দপুর, মৌজা, জে.এল. নং ৯৬-এর অধীনে প্লট নং ৩৪ এবং মোট এলাকা ০৩ ডেসিমেল বাস্তু জমি। **টাইটেল ডিড নং আই-৬৪৬ তারিখ ০৮.০২.২০১৭,** **মালিক: শ্রী সৌরভ বেরা,** পিতা- শ্রী মধু সুদন বেরা। **সীমানা:** উত্তরে- দাগ নং ৩২, দক্ষিণে- দাগ নং ৩৪, পূর্বে- দাগ নং ৩৫, পশ্চিমে- দাগ নং ৩৪। পূর্ব মেদিনীপুর।

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বাঁকুড়া **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
হেলথ ডিপার্টমেন্ট
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
কমিশনার এইচ এম সি নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি,পিটি, আইটিআর,ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ প্রস্তাব দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ	টেন্ডার জমার শেষ তারিখ (অনলাইন)
১.	সমুদয় এইচএমসি অধিক্ষেত্রে (০১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৬.২০২৭, ২৬ দিনের /মাসের, মোট ৩১২দিন) ১ থেকে ৫০ নং ওয়ার্ডগুলিতে ২০২৬ এবং ২০২৭ সারে জন্য ২৩৬ জন স্প্রে ম্যান ওয়ার্কার সরবরাহ।	এনআইটি নং ডব্লুবি/ এইচএমসি/ টিএন/এইচ-১১৪/২৬-২৭ তারিখ ০৪.০৮.২০২৬	০৭.০৯.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।

অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৪৫(৩)/২৬-২৭
০৬.০৮.২৬
কমিশনার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI
Corrigendum
Tender/Quotation vide **Notice No:- 423/XV/D-1(01) & 425/XV/D-1(01), Date- 04/08/2026** published on 05.08.2026, the website address for details has been published wrongly. This Tender/Quotation is offline. All other remain unchanged.
Sd/-
Executive Officer
Dapsur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Repairing of sewerage line at interconnection road between Aldrin Path and Apollo Ave. within Ward No.-27 under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-13/26-27 (2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5018047_1 • Est. Amt: Rs. 1,85,444.00
Last Date : **14-Aug-2026 05:00 PM**
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Supply of 80 mm & 150 mm C.I Valve at DMC Store under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-27/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017982_1 • Est. Amt: Rs. 6,69,296.00
2) Name of the Work : Supply of 15 mm, 20 mm, 25 mm.50 mm PVC pipe for maintenance purpose at DMC Store under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-28/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017996_1 • Est. Amt: Rs. 9,90,492.00
3) Name of the Work : Installation of Submersible pump through Rig Boring System at Barafkol Bastee, Ward No.-22 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-29/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018009_1 • Est. Amt: Rs. 8,76,154.00
Last Date : **14.08.2026 upto 5.00 PM**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — জোনাল অফিস আসানসোল — টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
উদরেজ ভবন, ২য় ফ্লোর, ৮ জি.টি. রোড (পশ্চিম)
আসানসোল-৭১৩৩০৪, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, প.ব.

তারাপীঠ শাখার জন্য ব্রাঞ্চ/অফিস প্রাঙ্গণ লিজ নেওয়ার উদ্দেশ্যে টেন্ডার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** শাখা স্থাপনের জন্য ১৫ বছরের লিজ মেয়াদে ভালো দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস সহ ব্যবসা অনুকূল এলাকায় মূল রাস্তার উপর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া পরিমাপের প্রাঙ্গণ + **পঞ্চায়েত থানা চণ্ডীপুর তারাপীঠ, জেলা - বীরভূম-৭৩১২৩৩, পশ্চিমবঙ্গ** লিজ ভিত্তিতে (সম্পূর্ণরূপে নির্মিত / নির্মাণাধীন প্রাঙ্গণ) দিতে ইচ্ছুক অফিস প্রাঙ্গণের মালিকদের কাছ থেকে ২ বিড সিস্টেমের (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল) অধীনে টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার ফর্মগুলি **০৬-০৮-২০২৬ থেকে ২০-০৮-২০২৬** তারিখ পর্যন্ত ২৫০/- টাকা (অ-ফেরতযোগ্য) প্রদানের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২০-০৮-২০২৬ বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে** এবং সঠিকভাবে পূরণ করা টেন্ডারগুলি নির্ধারিত বিন্যাসে নীচে দেওয়া ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

জোনাল ম্যানেজার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,
জোনাল অফিস আসানসোল, প্রেমিসেস বিভাগ (Premises Department),
উদরেজ ভবন, ২য় ফ্লোর, ৮, জি.টি. রোড (পশ্চিম), আসানসোল-৭১৩৩০৪, প.ব.

টেন্ডারগুলি দুই কভার সিস্টেম-এ জমা দিতে হবে যার মধ্যে **টেকনিক্যাল বিড এবং ফিনান্সিয়াল বিড** দুটি পৃথক সিল করা খামে থাকতে হবে যার উপর **"টেকনিক্যাল বিড" বা "ফিনান্সিয়াল বিড"** লেখা থাকতে হবে।
টেকনিক্যাল বিডের সাথে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জেডও আসানসোল-এর অনুকূলে ডিডি -এর মাধ্যমে ৫০০০/- টাকার** একটি ফেরতযোগ্য বায়না অর্থ (EMD) সংযুক্ত থাকতে হবে।
টেকনিক্যাল বিডগুলি **২১-০৮-২০২৬ তারিখে বিকেল ৩.০০ টায়** খোলা হবে।
অসম্পূর্ণ অফার / বিলম্বিত অফার / প্রয়োজনীয় ইএমডি বিহীন অফার / নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে নেই এমন অফারগুলি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।
পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং/সরকারি সংস্থা থেকে আসা অফারগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনও বা সমস্ত অফার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
এজেন্ট/ব্রোকারদের কাছ থেকে আসা টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না।

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬ — জোনাল অফিস আসানসোল, প্রাঙ্গণ বিভাগ
স্থান: আসানসোল — জোনাল ম্যানেজার, জেডও আসানসোল

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এম), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী লিলুয়া রেলওয়ে কলোনির যান্ত্রিক পরিষ্কার পরিষেবার জন্য ব্যয় কাস্টম বিডের বিড নং: জিইএম/২০২৬/বি/৭৮৫৬৩৫৫, তারিখ: ৩০.০৭.২০২৬ সম্পর্কিত সংশোধনী। নিয়ম ও শর্তাবলীতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে যা জিইএম পোর্টাল: www.gem.gov.in-এ পাওয়া যাবে। তদনুযায়ী, বিড সংশোধনী নং: জিইএম/২০২৬/বি/৭৮৫৬৩৫৫-সি১, তারিখ: ০৫.০৮.২০২৬ প্রকাশিত হয়েছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে কাজের আনুমানিক ব্যয় ৩,৫৪,৮১,৮২৮.৪৫ টাকা (জিএসটি সহ)। (MISC-131/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal, Dist. - South 24 Parganas
On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Pathar pratima Block of South 24 Pgs District we invite bids for various kind of work **Vide NIT No 230/SGP/Untied/2026**, Dated: **07/08/2026** within the GP area. The last bid submission date is **17/08/2026 Up-to 09 A.M.** For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan,
Sridharnagar G.P.

Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
e-Tenders are invited by the Administrator, Bhadreswar Municipality for: Memo No:- **BM/PWD/E-NIT/3408 (1ST CALL) Date:- 05/08/2026 Tender ID:- 2026_MAD_1036376_1 and 2026_MAD_1036376_2**
Important Dates:
Bid Submission Start Date (online): **07/08/2026 & 11:00 am.** Bid Submission Closing Date (online): **14/08/2026 & 05:00 pm.** Bid Opening Date (Technical) (online): **17/08/2026 & 11:00 am**
Details may be obtained from the Municipal Office Notice Board and the following websites: **wbtenders.gov.in** and **bhadreswarmunicipality.com**
Memo No: 218/HD/ICA/ADVT
Date:- 06-08-2026
Administrator
Bhadreswar Municipality

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — বর্ধমান জোনাল অফিস
Relationship beyond banking
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩।
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট- ৪, [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি ২৭-০৫-২০২৬ তারিখে জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী মোঃ আজাদ আলী খান**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাৎ **৩৬,১০,৯৯১.১৬ টাকা + ধার্য না করা সুদ (কথায় ছত্রিশ লক্ষ দশ হাজার নয়শো একানব্বই টাকা এবং ষোলো পয়সা + ধার্য না করা সুদ)** পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ০৫ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন **৩৬,১০,৯৯১.১৬ টাকা + তার** উপর ধার্য না করা সুদ-এর জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
(i) আসানসোল নগর মোড়, আজাদ নগর রোড, মল্লিক হার্ডওয়্যার ও গ্র্যান্ড ব্যাঙ্কুয়েট ম্যারেজ হলের কাছে, পোঃ- বার্নপুর, থানা- হীরাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান-এ অবস্থিত নাবিল অ্যাপার্টমেন্ট-এর ১ম ফ্লোরে ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট নং এ-৩ এর ইকিউএম ন্যায়সঙ্গত বন্ধক অবস্থিত ফাঁকা জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ফ্ল্যাটটির এরিয়া ১০৩৮ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ), যা মৌজা: ইসমাইল, আর.এস. প্লট নং ৮০৫ এবং ৮০৭, প্লট নং ৩৭৮০ এবং ৭০০১, এল.আর. খতিয়ান নং: ৬০৫৩, জে.এল. নং ২২-এর অধীনে অবস্থিত। **০১-০২-২০২২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং: ১২১৮/২২।**
ফ্ল্যাটের সীমানা: উত্তরে: খোলা আকাশ দ্বারা, **দক্ষিণে:** ফ্ল্যাট নং এ-২ দ্বারা, **পূর্বে:** সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং এ-১ দ্বারা, **পশ্চিমে:** আজাদ নগর মেইন রোড দ্বারা।
সীমানা (সম্পূর্ণ জমি): উত্তরে: অন্যদের জমি, দক্ষিণে: ১১ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে: অন্যদের জমি, পশ্চিমে: ২৪ ফুট চওড়া রাস্তা।

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৬
স্থান: রানীগঞ্জ
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক
স্টেশন রোড গড়িয়া
১৭৫, অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট, গড়িয়া স্টেশন রোড
কলকাতা - ৭০০০৮৪

সোনার অলঙ্কারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সাধারণ জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে নীচে উল্লিখিত ব্যক্তিদের (যাঁদের বিবরণ নীচের সারণীতে দেওয়া হয়েছে এবং যাঁদের "ঋণগ্রহীতা" বলা হয়েছে) এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতারা তাঁদের সোনার ঋণের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, নিম্নস্বাক্ষরকারী ঋণ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ইউকো ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা সোনা/অলঙ্কার/গয়না/মুদ্রা পাবলিক অকশনের মাধ্যমে বিক্রি করবেন। এই ধরনের অকশন "যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই ভিত্তিতে" **২৪.০৮.২০২৬ তারিখে বেলা ৩.০০ টায় স্টেশন রোড গড়িয়া, ১৭৫, অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট, গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৪-এ অনুষ্ঠিত হবে।**
অন্যান্য 'সোনার নিলামের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী', যার অধীনে ব্যাঙ্ক দ্বারা নিলাম পরিচালিত হবে, তা নীচের সারণীতে ঋণগ্রহীতার নামের বিপরীতে দেখানো সংশ্লিষ্ট শাখার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত আছে।
এই ধরনের 'সোনার নিলামের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী' ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত আছে। ইএমডি জমা দেওয়া ব্যক্তি উপরে উল্লেখিত এবং 'সোনার নিলামের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী'-তে থাকা শর্তগুলি পড়েছেন, বুঝেছেন এবং গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং তাকে উক্ত শর্তাবলীতে স্বাক্ষর করতে হবে।
সংশ্লিষ্ট শাখার নোটিশ বোর্ডে নোটিশ প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক পূর্ব কোনো নোটিশ ছাড়াই যেকোনো পর্যায়ে নিলাম বিক্রয় বাতিল বা স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	অ্যাকাউন্ট নং	শাখার নাম	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	বায়না টাকা ইএমডি (টাকায়)	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সংশ্লিষ্ট শাখা	যোগাযোগ:
১	গৌতম বীর	২২৮৮০৬১০০১৪২৪০	স্টেশন রোড গড়িয়া	২,১৫,০০০/-	২১,৫০০/-	১,০০০/-	২১-০৮-২০২৬	বিনীত কুমার মোবাইল: ৭৭৬১৯৪৬২৪৬ ইমেইল: garstr@uco-bank.co.in
২	শুভদীপ দাস	২২৮৮০৬১০০১৩৯০৮	স্টেশন রোড গড়িয়া	৯৫,০০০/-	৯,৫০০/-	১,০০০/-	২১-০৮-২০২৬	

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬, স্থান: কলকাতা — স্বা/- ব্রাঞ্চ হেড, ইউকো ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই এইচএলসি সাউথ কোলকাতা (১৬২৮৬)
১ম ফ্লোর, "উইন্ডসর হাইটস" ২৭৭, উত্তর কুমরাখালি, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০ ১০৩, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in

অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ:
ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in
নাম: শর্মি দাশগুপ্ত,
মোবাইল: ৯৬৭৪৭১৯১৫৬/ ৯৮৩০৩৩৯৯০৭

যানবাহন বাজেয়াপ্তকরণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (অ্যানেক্সচার - ১) অনুযায়ী যান বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ১৪.০৮.২০২৬
বেলা ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: "ইচ্ছুক দরদাতা ১৩.০৮.২০২৬ তারিখে বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট প্রাপ্তি এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য আপডেট হওয়ার পরেই দরদাতাকে প্রি-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১২.০৮.২০২৬ বেলা ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড ক্রেডিটর **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক যার **বাস্তবিক দখল** নেওয়া হয়েছে, সেই সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেটেড / বন্ধকীকৃত / চার্জ করা নীচে বর্ণিত নড়নক্ষম সম্পত্তি (যানবাহন) **'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে'** এবং **'যাই থাক না কেন'** ভিত্তিতে **১৪.০৮.২০২৬** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে, যার সাথে বকেয়া সুদ এবং খরচ ও বায়না ইত্যাদি যোগ হবে এবং বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত (যদি থাকে) আদায়কৃত অর্থ বাদ দেওয়া হবে।

পরিচিত দায়বদ্ধতা সহ অসস্থাবর সম্পত্তির (যানবাহন) সংক্ষিপ্ত বিবরণ (যদি থাকে)	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না টাকা জমা এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
মেক এবং মডেল: হুন্ডাই মোটরস ইন্ডিয়া লিমিটেড **HYUNDAI EXTER 1.2 MT KAPPA SX** **অ্যাকাউন্ট নং ৪২৫০৬৭৩০৯৩৯, রেজিস্ট্রেশন নং:** WB12BQ9123, **ইঞ্জিন নং:** G4LAPM741290, **চ্যাসিস নং:** MALB381CLPM050636, **রেজিস্ট্রেশনের বছর:** ২০২৪। **মালিক: সুমন সিং**	৩,৫৮,০০০/- টাকা জিএসটি অন্তর্ভুক্ত, এর নিচে যানবাহন বিক্রি করা হবে না।	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০%** অর্থাৎ ৩৫,৮০০/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০০০/- টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কে দেখুন এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com লিঙ্কে দেখুন।

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN: L74999WB1919PLC003516
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩/৩, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩ ২২২৬ ৮৬১৯ / ২২২৯ ৯১২৪
ই-মেল: kolkata@alfredherbert.com, ওয়েবসাইট: alfredherbert.co.in

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৮১৩.৯৫	৫৬৭.৬৮	৪,৪৭৭.৪২	৮৩৪.৬০	৫৭৮.১২	৪,৫৪২.৮৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি)সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী)	৭৪০.৬১	৪৩৪.৫২	৪,০৩৯.৩৫	৭৫৩.৭৬	৪৪১.২২	৪,০৭২.০০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৭৪০.৬১	৪৮,৪৮১.৬৮	৫২,০৮৬.৫১	৭৫৩.৭৬	৪৮,৪৮৮.৩৮	৫২,১১৯.১৬
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৬০৫.১৯	৪২,৪৭১.০৯	৪৫,৫১৫.৮৯	৬২৩.৬১	৪২,৪৭৬.৩২	৪৫,৫৩১.৬০
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	১,৩০৮.৪৩	৪৩,২২২.৩৬	৪৫,০৬৫.৩৮	১,৩২৩.৮১	৪৩,৩১৩.৬৮	৪৫,১৫২.৯৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪
৭	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) : মৌলিক (টা.)	৭৮.৪৫	৫,৫০৫.৫১	৫,৯০০.২০	৮০.৮৪	৫,৫০৬.১৯	৫,৯০২.২৪
	মিশ্রিত (টা.)	৭৮.৪৫	৫,৫০৫.৫১	৫,৯০০.২০	৮০.৮৪	৫,৫০৬.১৯	৫,৯০২.২৪

দ্রষ্টব্য :
১ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.alfredherbert.co.in -এ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে এবং নিচে উপলব্ধ কুইক রেসপন্স কোড স্ক্যান করে এটিও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
২ কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা লিস্টিং রেগুলেশনস -এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত ফলাফলগুলির নিরীক্ষণ করেছেন এবং একই তারিখে প্রদত্ত তাঁদের রিপোর্টে একটি অপরিবর্তিত মতামত দিয়েছেন।
৩ সংহত আর্থিক ফলাফলগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থাগুলির ফলাফল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
ক. হার্বার্ট হোল্ডিং লিমিটেড
খ. অ্যালফ্রেড হার্বার্ট লিমিটেড
৪ কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১৩৩ অধীন নির্ধারিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ অনুযায়ী কোম্পানি এই স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের প্রস্তুতি নিয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
এ. ভি. লোধা
চেয়ারম্যান
(DIN: 00036158)
স্থান: সিঙ্গাপুর
তারিখ: ৬ আগস্ট, ২০২৬

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : L27100WB2010PLC144409
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৮/১ লাল বাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নম্বর: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪
ই-মেইল: investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
কোম্পানির ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:৩০ টায় (আইএসটি) ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') কর্তৃক প্রদত্ত ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে প্রচারিতব্য এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। এটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ সার্কুলার') কর্তৃক জারি করা ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলারসমূহ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারসমূহ যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি সার্কুলার') কর্তৃক জারি করা ১২ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলারসমূহ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩, ৭ অক্টোবর, ২০২৩, ৯ অক্টোবর, ২০২৪ এবং ০৫ জুন, ২০২৫ তারিখের সার্কুলারসমূহ সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসমূহ মেনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ১৬তম এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তি ("নোটিশ") এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সফ্ট কপি শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-এর কাছে নিবন্ধিত আছে।

ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য, সদস্যরা নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করতে পারেন:

যে সমস্ত সদস্য লভ্যাংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর সহ ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক বিবরণ (এর যে কোনো পরিবর্তন সহ) এখনও নিবন্ধন করেননি:	**ডিম্যাট হোল্ডিং:** তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস-এর সাথে যোগাযোগ করে **ফিজিক্যাল হোল্ডিং:** শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো যাচ্ছে যে, সেবি তার ৭ মে, ২০২৪ তারিখের মাস্টার সার্কুলার নং SEB1/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 এবং ১০ জুন, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/ 2024/81-এর মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করেছে যে, ০১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে শেয়ারহোল্ডারদের (যারা ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন) লভ্যাংশ শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রদান করা হবে। যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে সিকিউরিটি ধারণ করছেন এবং যাদের ফোলিও(গুলি) কেওয়াইসি বিবরণের [যথা, (i) প্যান; (ii) মনোনয়নের পছন্দ; (iii) যোগাযোগের বিবরণ; (iv) মোবাইল নম্বর; (v) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিবরণ এবং (vi) স্বাক্ষর] কোনোটির সাথে আপডেট করা হয়নি, তারা ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে উক্ত ফোলিওগুলির সাপেক্ষে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যেকোনো লভ্যাংশ প্রদানের জন্য যোগ্য হবেন। উপরের নির্দেশ অনুসারে, যে ফিজিক্যাল ফোলিওগুলিতে কাট-অফ তারিখের আগে উপরের কেওয়াইসি বিবরণগুলির কোনোটি আপডেট করা হয়নি, সেগুলির ক্ষেত্রে লভ্যাংশ কোম্পানি আটকে রাখবে। সদস্যদের অনুগ্রহ করে মনে রাখতে হবে যে, ফোলিওতে কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করার পরেই লভ্যাংশ তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের প্যান, কেওয়াইসি এবং মনোনয়নের বিবরণ যথাযথভাবে পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর-২, আইএসআর-৩ বা এসএইচ-১৩, যেটি প্রযোজ্য, তা জমা দিয়ে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.manaksiacoatedmetals.com** এবং কোম্পানির আরটিএ-এর ওয়েবসাইট **https:// www.mdpl.in/downloads.php/** -এ উপলব্ধ। ফর্মগুলি মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আর.এন মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১-এর ঠিকানায় অথবা তাদের নিবন্ধিত ই-মেইল আইডি থেকে **mdpldc@yahoo.com**-এ ই-মেইল করে পাঠানো যেতে পারে।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী বা যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, সেই সকল সদস্য উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার পর ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য চূড়ান্ত লভ্যাংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের রেকর্ড তারিখ হলো বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৬, যদি তা কোম্পানির ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) (পঞ্চম সংশোধনী) রেগুলেশনস, ২০২৫ এবং এর সাথে পঠিত ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি মাস্টার সার্কুলার (সময় সময় সংশোধিত) অনুসারে, ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের লভ্যাংশ শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডেই প্রদান করা হবে যদি তারা কোম্পানির কাছে পিন সহ তাদের ডাক ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিবরণ, আধার-এর সাথে লিঙ্ক করা প্যান, নমুনা স্বাক্ষর ("কেওয়াইসি বিবরণ") সম্পূর্ণ/আপডেট করে থাকেন। অতএব, সদস্যদের তাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট/সম্পূর্ণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, আরবিআই অনুমোদিত যেকোনো বৈদ্যুতিন পেমেন্ট মোডের মাধ্যমে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশের পরিমাণ পাওয়ার জন্য তাদের ম্যান্ডেট, নিম্নলিখিত নথিপত্র সংযুক্ত করে **investor.relations@mcmil.in**-এ অথবা আরটিএ-কে **mdpldc@yahoo.com**-এ লিখে পাঠাতে পারেন:
ক) ফোলিও নম্বর এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি;
খ) যে ব্যাঙ্ক ও শাখায় লভ্যাংশ গ্রহণ করতে হবে তার নাম এবং অ্যাকাউন্টের ধরন;
গ) কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন বাস্তবায়নের পর আপনার ব্যাঙ্ক কর্তৃক আপনাকে প্রদত্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং ১১ ডিজিটের আইএফএসসি কোড; এবং
ঘ) ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি এবং সদস্য বা প্রথম ধারকের নাম সম্বলিত বাতিল চেকের পাতা।

তবে, যদি কোম্পানি আরবিআই অনুমোদিত বৈদ্যুতিন মাধ্যম(গুলি)-এর দ্বারা সরাসরি লভ্যাংশের অধিকার স্থানান্তর করতে অক্ষম হয়, তবে কোম্পানি উক্ত সদস্যদের ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ ব্যাঙ্কার্স চেক / ডিমান্ড ড্রাফ্ট প্রেরণ করবে।

আয়কর আইন, ১৯৬১-এর বিধানসমূহ অনুসারে, লভ্যাংশ থেকে আয় শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে এবং কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত লভ্যাংশ থেকে উৎসে কর কাটার প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির জন্য নির্ধারিত হার সম্পর্কে জানতে, শেয়ারহোল্ডারদের আয়কর আইন, ১৯৬১ এবং এর সংশোধনীগুলি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডারদের তাদের প্যান কোম্পানির আরটিএ (ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে) এবং ডিপোজিটরিগুলোর (ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে) কাছে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সদস্যরা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.manaksiacoatedmetals.com**; স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia. com**-এও উপলব্ধ থাকবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত হতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর ভোট দেওয়ার জন্য কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ("ই-ভোটিং") ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করছে। রিমোট ই-ভোটিং/ ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

১৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রযোজ্য আইন অনুসারে শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় যথাসময়ে পাঠানো হবে।

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং FCS 12124
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৭ আগস্ট, ২০২৬

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27/000082, Dated : 21-07-2026
Nature of work : Selection of Agencies for Actuarial Valuation of Gratuity Scheme and leave Benefits scheme for 02 years and provision of further Extension of 02 years.
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details, contact : 9163612225
ICA- T14488(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Corrigendum published for Sl. No. 1 of NIeT No. WBPHED/EE/NIeT-10/AD/2026-2027 and Tender ID: 2026_PHED_1032672_1 of the Executive Engineer, Alipore Division, P.H.E. Dte. for date extension. Details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is extended upto 11.08.2026 upto 2:00 P.M. Sd/- For Executive Engineer, Alipore Division, P.H.E. Dte.
ICA- T14480(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Corrigendum published for Sl. No. 2 of NIeT No. WBPHED/EE/NIeT-11/AD/2026-2027 and Tender ID: 2026_PHED_1032750_2 of the Executive Engineer, Alipore Division, PHE Dte. for date extension. Details will be available in the website http://wbtenders.gov.in. The last date for submission of tender is extended upto 11.08.2026 upto 2.00 P.M. Sd/- for Executive Engineer, Alipore Division, P.H.E Dte.
ICA- T14486(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
2nd Corrigendum of eNIQ No. 08 of 2026-27 of ACE (Mechanical), R&BRI, P.W (Roads) Directorate, dates extended for Sl. No. 5. Bid submission end date, Read as 18.08.2026 at 11.00 Hrs. in place of 05.08.2026 at 11.00 Hrs. & Sl. No.6. Technical Bid opening date, Read as 20.08.2026 at 11.00 Hrs. in place of 07.08.2026 at 11.00 Hrs. vide Tender ID: 2026_WBPWD_5016303_1. Bid submission end date: 18.08.2026 at 11.00 Hrs. Sd /- ACE (Mechanical) Road and Building Research Institute P. W(Roads) Directorate.
ICA- T14496(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
AE/NKHSD-III/NIeT-05/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5017928_1 to 4. Online tenders (e-Tender) are here by invited by the undersigned for different works vide NIeT number mentioned above. Online bid submission will be start on 10/08/2026 & closing date and time is 18/08/2026 upto 02.00 PM. For detail information and tender documents please visit https://wbtenders.gov.in Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, PWD, North Kolkata Health Sub-Division-III, 3rd floor, 33A Eden Hospital Road, Kolkata-700073. Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte. North Kolkata Health Sub-Divn-III.
ICA- T14498(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Serampore Highway Sub Division, P. W. (Roads) Directorate invites online eTender for 1 No. different civil works under Serampore Highway Sub-Division, Hooghly. Estimated Amount : Rs.2,05,769.82 e NIT No. 04 of 2026-27 of AE/SHSD Tender ID : 2026_WBPWD_5017968_1. Bid submission start date (online) : 07/08/2026 from 11.00 a.m. Bid submission closing date (online) : 18/08/2026 upto 04.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- AE, SHSD, PWRD, GOVT of WB.
ICA- T14529(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Annual maintenance contract for the entire electrical installation of Khadyashree Bhawan, Kolkata for the year 25-26 Re-insulation of chilled water pipeline & modification of pipeline support structures of AC Plant at Khadyashree Bhawan." e-Tender No: WBPWD/AE/01/PR/T/KCESD/I of 2026-27(3rd call) and Tender ID : 2026_WBPWD_5017947_1. Documents Submission end date 18.08.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I
ICA- T14506(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Annual Maintenance contract of 2 Nos. 86.25 TR capacity Chilled Water AC Plant at the Functional Building of State Archive, 43, Shakespeare Sarani, Kolkata..'' Tender ID 2026_WBPWD_5017969_1. Tender No. : WBPWD/EE/32/IR/T/KCED/I of 2026-27 Bid Submission end date 19.08.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD. Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T14530(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeQ NO:-WBPWD/AE/BNWSD-III/NIQ-01e/2026-2027
AE, PWDte., Bidhannagar West Sub-Division-III, Purta Bhavan, invites e-quotation for the works detail published in the website tenders.wb.gov.in Ref:- e-Quotation ID No. 2026_WBPWD_5017949_1. Document download / sale start date (online) 06.08.2026 from 06.30 PM. Bid submission end date 17.08.2026 upto 11.00 A.M. Sd/- Assistant Engineer, Bidhannagar West Sub-Division-III, P.W.Dte.
ICA- T14507(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R) Dte. QUOTATION NOTICE
Tender Id. 2026_WBPWD_5017936_1. Online e-Quotation (eNIQ 05 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafied agency for different type of work. Bid submission closing (On line) 18.08.2026 at 15.00 hrs Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/-Assistant Engineer, Baguihati Highway Sub-Division. P.W.(Roads) Directorate.
ICA- T14534(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to participation of insufficient no. of bidder, the last date of Submission of Bid of this office e-Tender against Ref. no. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-25/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_ 5017395_1 is hereby further extended up to 12/08/2026 upto 12:00 P.M. Website: https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl. Sub-Divn., SC Building, Calcutta High Court
ICA- T14522(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to participation of insufficient no. of bidder, the last date of Submission of Bid of this office e-Tender against Ref. no. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-26/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_ 5017442_1 is hereby further extended up to 14/08/2026 upto 12:00 PM. Website: https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl. Sub-Divn., SC Building, Calcutta High Court
ICA- T14523(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR TIME EXTENSION
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: " Replacement of old VRF type Air Conditioning Machine by new Conceal Split and Cassette type Air Conditioning Machine with allied Electrical Works at Seminar Hall, Senior Special Secretary Chamber, Additional Secretary Chamber at Department of "Sundarban Affairs" Mayukh Bhawan (3rd floor), Salt Lake, Kolkata-91." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-183/2025-26_3rd call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5016550_1.

Bid submission Closing Date (Online)	05.08.2026 up to 15:00 Hrs.	17.08.2026 up to 15:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	07.08.2026 at 15:05 Hrs.	19.08.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.
ICA- T14528(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

শুক্রবার • ৭ অগস্ট ২০২৬ • পেজ ৮

এক স্বীকৃতিহীন সৃজনশীলতার গল্পে দর্শকদের আরও একবার কাঁদিয়ে গেল রাহুল-এর শেষ ছবি

‘ছবিওয়ালা’

এই ফটোগ্রাফারের ডাক পড়ে তখনই, যখন কেউ মারা যায়, অর্থাৎ মৃত মানুষের ছবি তোলার জন্য। তার ক্যামেরায় জমে থাকা ছবি তোলা মৃত মানুষেরাও যেন তাকে উপহাস করে যায়,তার শিল্পী সত্তার স্বীকৃতিহীনতার কারণে। জীবন জীবিকায় প্রায় হেরে যাওয়া এই মানুষটির কিছুই নেই বললে ভুল হবে।

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

কখনো কখনো সিনেমার চিত্রনাট্য এতটাই বাস্তবের আঙ্গিক ছুঁয়ে যায়, অশ্রুসজল ভারাক্রান্ত মন যেন অজান্তেই বলে ওঠে, এমনটা তো না হলেই পারতো। একথা অবশ্যই ঠিক যে সব সিনেমা বোধহয় বিনোদনের জন্য তৈরি হয় না। কিছু কিছু চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে,বাস্তবের প্রেক্ষিতে মনের ভিতরে একান্তে লালিত হওয়া সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো যেন হাহাকার করে জানান দিয়ে যায় যে তারা এখনো মরে যায়নি। ম্যাচ স্টিকস মোশন পিকচারস-এর ব্যানারে বাপ্পা এবং তার দলবল অর্থাৎ টিমের নির্দেশনায় গত ২৪ শে জুলাই ২০২৬ এ মুক্তি পেয়েছে ঠিক এরকমই একটি বাস্তব আঙ্গিক ছুঁয়ে যাওয়া এক ছবি-শিল্পীর গল্প ‘ছবিওয়ালা’। ছবির পরিচালক বাপ্পার কথা অনুযায়ী, কোন এক সময়ে এই ছবিটির অন্য একটি সদর্থক নামকরণ করা হয়েছিল, কিন্তু ছবির চিত্রনাট্যের মত বাস্তবও যে ঠিক এতটাই করুন এবং মর্মান্তিক হয়ে উঠতে পারে তা তো কারোর জানা ছিল না বা জানার কথাও নয়। তাই পরবর্তী সময় একটি হৃদয়বিদারক মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষিতে, একজন বাস্তবের ছবিওয়ালার স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত এই ছবির নাম রাখা হয়েছে ‘ছবিওয়ালা’। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ।এই ছবির কাজ শেষ করার পরে, মাত্র মাস চারেক আগে উড়িষ্যার তালসারীর সমুদ্র সৈকতে শুটিং এর সময় একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অভাবনীয় ভাবে মৃত্যু হয় রাহুল অরুণোদয় বন্দোপাধ্যায়ের। সমগ্র শিল্পীমহল, সিনেদর্শক এবং আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে এই ঘটনা ছিল চরম শোকবহ। শিল্পীর এই অকালপ্রয়াণ যেন মেনে নিতে পারা যায় না, মেনে নিতে পারেনও নি কেউ। শোকবিহ্বল সমগ্র বাংলার মানুষের মানসপটের সেই দগদগে ঘা এখনো পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। ঠিক এরকমই প্রেক্ষাপটে মুক্তি পেল, শিল্পীর করে যাওয়া এই কাজটি। ছবির চিত্রনাট্য যেন কোথাও সত্যিই মিশে গিয়েছে, শিল্পীর সঙ্গে। শিল্পর সাথে শিল্পীর এক অদ্ভুত একাত্ম হয়ে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই এই ছবির দর্শকেরা অনেকটাই আবেগতাড়িত এবং স্মৃতিমেদুর। ছবির গল্পে বিশ্বকর্মা মালাকার একজন ফটোগ্রাফার। কেউ কেনে না তার ছবি। তার তোলা ফটোগ্রাফির কোন বাজার মূল্যই নেই।

স্বাভাবিকভাবেই হতাশা, অপমান, লাঞ্ছনা, অভাব তার জীবনের নিত্য সঙ্গী। এই ফটোগ্রাফারের ডাক পড়ে তখনই, যখন কেউ মারা যায়, অর্থাৎ মৃত মানুষের ছবি তোলার জন্য। তার ক্যামেরায় জমে থাকা ছবি তোলা মৃত মানুষেরাও যেন তাকে উপহাস করে যায়,তার শিল্পী সত্তার স্বীকৃতিহীনতার কারণে। জীবন জীবিকায় প্রায় হেরে যাওয়া এই মানুষটির কিছুই নেই বললে ভুল হবে। তার সাথে আছে তার মনের মত একজন জীবনসঙ্গিনী মালা। সংসারের অভাব অনটনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে মালা কাজ করতে বাধ্য হয় একটি কারখানায়, কিন্তু তা

করতে মালার ভালো লাগেনা। শুধু ভালোবাসা আর একে অপরের প্রতি টানই তো সব কিছু গুছিয়ে দিতে পারেনা। সারাদিন ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও বিশ্বকর্মা মালাকার সংসার টানতে পারেনা, বাবার রেখে যাওয়া স্টুডিওতে হতাশ বিশ্বকর্মার মনে হয় বাবা যেন এসে বলছে ‘ফোকাস রাখ-ফোকাস’ ।তিনিই তো এই সৃজনশীলতার নেশা বপন করেছিলেন বিশ্বকর্মার মধ্যে, যা আজকের আধুনিক পৃথিবীতে অচল। তবে কি কোনদিনই স্বীকৃতি পাবে না ফটোগ্রাফার শিল্পী বিশ্বকর্মা মালাকারের কোন কাজ? উত্তরে বলা যায়, পাবে নিশ্চয়ই পাবে, তবে যখন স্বীকৃতি আসবে ছবিওয়ালা বিশ্বকর্মার কাজের, তখন বোধহয় অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। প্রায় ঘন্টা দেড়েকের ‘ছবিওয়ালা’ অবশ্যই দর্শককূল কে আবেগতাড়িত করবে, অশ্রু সজল করে তুলবে এ কথা হলফ করে বলতে পারা যায়। তবে এ কথা ঠিকই এই ছবিটি দেখতে দেখতে হয়তো বা আপনি খুঁজে পাবেন আপনার স্বপ্নকে বা হয়তো এমন কোন মানুষকে যাকে আপনি কোনদিনই ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। ছবিটিতে বিশ্বকর্মা মালাকার এবং বিশ্বকর্মার বাবা দুটি চরিত্রেই অভিনয় করেছিলেন বর্তমানে প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বকর্মা স্ত্রী মালার চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত। এই দুই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সাবলীল এবং সচ্ছন্দ অভিনয় দেখার পর যেন মনের গহীনে জমে থাকা অব্যক্ত যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে ওঠে। একটি লাস্যময়ী চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন এ ছবির স্ক্রিপ্ট রাইটার শান্তনু নাথ। এছাড়া অভিনয় করেছেন রানা, রিমি, অর্পণ প্রমুখ। প্রত্যেকেরই অভিনয় সাবলীল এবং যথাযথ। ছবিটিতে মোট তিনটি গান ব্যবহার করা হয়েছে একটি টাইটেল ট্র্যাক, যে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন রুপম ইসলাম, একটি নাচের দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে আরও একটি গান। এই গানটি গেয়েছেন জোজো মুখার্জি। ‘মন বোঝা কি অতই সহজ বল’ গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন সোমলতা আচার্য। এই গানটি শ্রোতাদের মনকে অবশ্যই স্পর্শ করবে। ‘ছবিওয়ালা’ সিনেমাটির সংগীত পরিচালনায় আছেন সৌম্য রিট। ছবিটির সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন অপু মুখার্জী, তার কাজও বেশ প্রশংসনীয়। এডিটিং এর কাজটি করেছেন সায়ন্তন নাগ। এ-ফোর-জে ফিল্মসের উদ্যোগে ম্যাচ স্টিক্স মোশন পিকচার্সের ব্যানারে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ছবিওয়ালা’ সিনেমা টি প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুনোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য চরিত্রে অভিনীত শেষ ছবি বলে জানা যায়। এই ছবিটিতে নিজের মৃত্যুর চার মাস পর আবারও একবার নতুন করে বাংলার সিনে-দর্শকদের কাঁদিয়ে গেলেন প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুনোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্যানসারের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে হার, প্রয়াত ‘গজনি’ খ্যাত দাপুটে অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে ফের এক অপূরণীয় ক্ষতি। দীর্ঘদিনের ব্লাড ক্যানসারের সঙ্গে অসম লড়াইয়ের পর অবশেষে চিরঘুমে পাড়ি দিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রদীপ সিং রাওয়াত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে ৭৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই দাপুটে খলনায়ক। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা বলিউড এবং দক্ষিণী বিনোদন জগৎ।

পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই এই মারণ কর্কট রোগের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন প্রদীপ। বছর পাঁচেক আগে একবার ক্যানসারকে হারিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরেও এসেছিলেন তিনি। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে সম্প্রতি ফের ব্লাড ক্যানসার তাঁর শরীরে থাবা বসায়। গত এক মাস ধরে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। দিন দিন রক্তে প্লেটলেটের সংখ্যা বিপজ্জনক হারে কমতে শুরু করে। চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হল না। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও এক পুত্রসন্তানকে রেখে গেলেনএই গুণী শিল্পী।

বিআর চোপড়ার কালজয়ী মহাকাব্যিক ধারাবাহিক ‘মহাভারত’-এ ‘অশ্বত্থামা’ চরিত্রে তাঁর বলিষ্ঠ অভিনয় তাঁকে প্রথমবার সর্বভারতীয় পরিচিতি এনে দিয়েছিল। এরপর আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। হিন্দি, তামিল, তেলুগু ও নেপালি সিনেমায় দশকের পর দশক দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি। বিশেষত ‘সরফরোশ’, ‘লগান’ এবং আমির খানের ব্লকবাস্টার ‘গজনি’ ছবিতে তাঁর হাড়হিম করা খ লনায়ক সত্তা ভারতীয় সেলুলয়েডে রীতিমতো এক নতুন মাইলফলক তৈরি করেছিল। ২০২৫ সালে ভিকি কৌশল অভিনীত ‘ছাভা’ তাঁর ঝুলিতে থাকা শেষ হিন্দি ছবি হলেও, চলতি বছরেও কয়েকটি দক্ষিণী ছবিতে স্বমহিমায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তাঁর এই প্রয়াণে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে, প্রিয় অভিনেতাকে অশ্রুসজল বিদায় জানাচ্ছেন অগণিত অনুরাগী।

‘দুর্গ জয় সহজ নয়’

‘বিগ বস’ বাংলার মঞ্চে মহারাজের রাজকীয় এন্ট্রি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাইশ গজের ক্রিজ থেকে শুরু করে ‘দাদাগিরি’-র টেলিভিশন মঞ্চ;সর্বত্রই তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি বাঙালির চিরস্থায়ী আইকন, ‘প্রিন্স অফ ক্যালকাটা’ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্যামেরার সামনে তাঁর নিজস্ব ক্যারিশমা যে কতটা অনবদ্য, তা এবার আরও এক মাত্রায় উন্নীত হতে চলেছে। কারণ, এবার ‘বিগ বস’ বাংলার সঞ্চালকের হাই-ভোল্টেজ আসনে অবতীর্ণ হচ্ছেন খোদ মহারাজ। মঙ্গলবার প্রকাশ্যে আসা শোয়ের টিজারে তাঁর স্টাইলিশ উপস্থিতি এবং আত্মবিশ্বাসী সংলাপ ইতিমধ্যেই বিনোদন দুনিয়ায় প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে।

চোখে সানগ্লাস, পরনে আভিজাত্যের ছাপ;এমনই এক মেজাজি অবতারে ধরা দিয়ে সৌরভ তাঁর ব্যারিটোন ভয়েসে সরাসরি বাঙালির সুপ্ত আবেগ উসকে দিয়েছেন। টিজারে তাঁর কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীনভাবে শোনা যায়, ‘একটা সময় ছিল যখন সারা দুনিয়া বাঙালি বলতেই বুঝত একটা জাতি যারা নির্ভয়, যারা লড়াকু। এমন কোনও পুরস্কার বা প্রতিযোগিতা নেই, যেটা বাঙালি জিততে পারেনি। প্রতিযোগিতা আমাদের দুর্বল করে না। আমাদের তৈরি করে। এবার আবার বাঙালির গর্জে ওঠার পালা। এবার বাঙালি দেখাবে দিনবদলের খেলা। আর নতুন বাঙালির এই লড়াই দুর্গ জেতার জন্য। কারণ দুর্গ জয় সহজ নয়। এখানে ঢোকা যত কঠিন, টিকে থাকা আরও শক্ত। আর জেতা? সেটা জানতে দেখুন এবারের বাংলা বিগ বস।’

স্টার জলসা এবং জিও হটস্টারে সম্প্রচারিত হতে চলা এই শোয়ের টিজার এমন এক দিনে প্রকাশ্যে এল, যখন হিন্দি ‘বিগ বস’-এ সলমনের পাশাপাশি শাহরুখ খানের সঞ্চালনার জল্পনা তুঙ্গে। উল্লেখযোগ্যভাবে, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষাতেও শুরু হচ্ছে এই মেগা রিয়্যালিটি শো, যার সঞ্চালকের দায়িত্বে থাকছেন যথাক্রমে বিজয় সেতুপতি, নাগার্জুন, কিচ্চা সুদীপ এবং মোহনলাল। এদিন সমস্ত ভাষার টিজার মুক্তির পাশাপাশি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দুই দশকের বর্ণময় ইতিহাস নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি এক্সক্লুসিভ কফি টেবিল বুক, ‘ইন্ডিয়াজ বিগ রিয়্যালিটি’।

এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, রিয়্যালিটি শোয়ের এই নতুন দুর্গে সঞ্চালক হিসেবে ‘দাদা’ দর্শকদের মন জয় করে আর কতগুলো ছক্কা হাঁকাতে পারেন!

থাইল্যান্ডে ‘মিসেস এশিয়া ওয়ার্ল্ড ডায়মন্ড’ খেতাব জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন মৌমিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: থাইল্যান্ডে আয়োজিত ৩১তম ‘মিস্টার, মিস অ্যান্ড মিসেস এশিয়া ওয়ার্ল্ড থাইল্যান্ড ২০২৬’-এ ‘মিসেস এশিয়া ওয়ার্ল্ড ডায়মন্ড’ খেতাব জিতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন মৌমিতা দত্ত গুরু। মুম্বই গ্লোবালের সম্পাদক-প্রকাশক রাজকুমার তিওয়ারির নেতৃত্বে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নেন। একই বিভাগে জেনিফার পেরেইরা ‘মিসেস ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ২০২৬’, স্বাগতিকা পানিগ্রাহী ‘মিসেস এশিয়া ওয়ার্ল্ড গোল্ড’, অধ্যাপিকা বীণা কুরে ‘মিসেস এশিয়া ওয়ার্ল্ড গ্লোবাল’ এবং স্টেফি সেনাপতি ‘মিসেস এশিয়া ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ২০২৬’ সম্মান পান। খেতাব জয়ের পর মৌমিতা বলেন, এই সাফল্য তাঁর জীবনের অন্যতম গর্বের মুহূর্ত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অভিনেতা সুরেন্দ্র পাল সিং, যিনি ‘গ্লোবাল এক্সেলেন্স আইকনিক অ্যাওয়ার্ড ২০২৬’ পান। উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র পুন্ডির। প্রতিযোগিতার পেজেন্ট ডিরেক্টর ছিলেন পল্লবী কৌশিক এবং অফিসিয়াল মেকআপ আর্টিস্ট অনামিকা সেঠলানি।

খোলস ছেড়ে গালিগালাজ!

ভনসালীর ওয়ার্কশপে অন্য দীপিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্নিগ্ধতা, পরিশীলিত রূপ এবং শান্ত স্বভাব;বলিউডে দীপিকা পাড়ুকোনের পরিচিতি মূলত এমনই। কিন্তু সেই আপাত-শান্ত নায়িকাই যখন আচমকা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে অনর্গল গালিগালাজ শুরু করেন, তখন চমকে যাওয়াই স্বাভাবিক! সঞ্জয় লীলা ভনসালীর মেগা-হিট ‘রামলীলা’ ছবির প্রস্তুতির সময় ঠিক এমনই এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী জয়তী ভাটিয়া।

‘ককটেল’ ছবির পর ‘রামলীলা’-র জন্য দীপিকাকে চরিত্রের ছাঁচে ফেলার গুরুদায়িত্ব পড়েছিল জয়তীর কাঁধে। ভনসালীর কড়া নির্দেশ ছিল, নায়িকাকে তাঁর নিজস্ব পরিচিত খোলস থেকে টেনে বের করতে হবে। টানা সাত দিনের ওয়ার্কশপের পরিকল্পনা থাকলেও, মাত্র চার দিনেই দীপিকার প্রবল নিষ্ঠা দেখে জয়তী পরিচালককে জানান, ‘স্যর, ‘ককটেল’-এর পরে ও একজন নির্ভীক অভিনেত্রী হয়ে উঠেছে। এত দিন ধরে ওয়ার্কশপ করালে শুধু ওর আর আপনার সময় নষ্ট হবে। আপনি শুটিং শুরু করে দিন। আপনি যা বলবেন, ও তা-ই করবে। ও নিজেকে গড়ে নিতে পারে সহজেই।’

ক্যামেরার সামনের যাবতীয় আড়ষ্টতা কাটাতে এক অভিনব অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন জয়তী। ভন্সালীর অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দীপিকাকে মন খ ুলে গালাগাল দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। দীপিকার সেই রুদ্রমূর্তি দেখে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান জয়তী! সেই দিনের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ‘ও দরজা খুলে গালাগাল শুরু করল। আমি যে জায়গায় থামতে বলেছিলাম, ও সেখানে থামেনি। আরও অনেক কথা বলল। এমন সব গালাগাল দিল, যা আমি কোনও দিন শুনিনি। যা যা শুনে এসেছে, সব যেন বেরিয়ে এল। তখন আমি শুধু বলেছিলাম, ‘বাহ!”

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই গোটা সময়টায় চরম মানসিক অবসাদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন দীপিকা। কিন্তু নিজের পেশাদারিত্বের মোড়কে সেই যন্ত্রণাকে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন। জয়তীর আক্ষেপ, ‘তখন আমি জানতামই না যে ও অবসাদের সঙ্গে লড়ছে। ও নিজেও কিছু বুঝতে দেয়নি।’